www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ৩০ আষাঢ় – ৪ শ্রাবণ, ১৪২৪ ঃ ১৫ জুলাই – ২১ জুলাই, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 38, 15 July - 21 July, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি–প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

এয়ার ইন্ডিয়ায় ৪০০ কেবিন ক্রু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেবিন ক্রু পদে ৪০০ জন কর্মী নেবে এয়ার ইন্ডিয়া। শুধু অবিবাহিত তরুণীরাই আবেদন করবনে। প্রাথমিক ভাবে পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে উত্তরাঞ্চল রিজিয়নে। বিমান পরিষেবা সংস্থায় কেবিন ক্রু পদে কর্মরতরা অগ্রাধিকার পাবেন। ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে প্রথম ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

শূন্যপদের বিন্যাস : ৪০০টি (সাধারণ ২০০, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি ১৫৩)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। অথবা যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি বা ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমে তিন বছরের মেয়াদের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবা আছে এমন কোনও দেশের ভাষা জানা থাকলে অগ্রাধিকার।

কর্মরতদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি এয়ারবাস বা বোয়িং বিমানের ক্ষেত্রে বৈধ সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি প্রসিডিওর (এসইপি) সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : ১৬০ সেমি। তফসিলি এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা ২.৫ সেমি ছাড় পাবেন। বিএমআই হতে হবে ১৮ থেকে ২২–এর মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি : কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন/৫, খারাপ চোখে এন/৬। দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৫/৯। চশমা থাকলে চলবে না। কনট্যাক্ট লেন্স +২ডি পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। বর্ণান্ধতা থাকা চলবে না।

বয়স : ১–৮–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ট বাবদ পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট মাসিক ১৫,০০০ টাকা। সফলভাবে ট্রেনিংয়ের বেতন ১৮,০০০ টাকা, সঙ্গে ফ্লাইং অ্যালাওয়েন্স–সহ অন্যান্য ভাতা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কর্মরতদের ক্ষেত্রে ওয়াক–ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ দিল্লিতে, ৩ আগস্ট থেকে ৫ আগস্ট। প্রথমে থাকবে প্রিলিমিনারি মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। এরপর ইন্টারভিউ। পরীক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা : Training Hall, Ground Floor, Air India Admin Building, Opp, Post Office, IGI Airport, Terminal–1, Palam, New Delhi–110 037.

ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী পাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি মেডিক্যাল এক্সামিনেশন এবং গ্রুপ ডায়নামিক্স অ্যান্ড পার্সোনালিটি অ্যাসেসমেন্ট টেস্টের (জিডি অ্যান্ড প্যাট) মাধ্যমে। সফলদের লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

সব ক্ষেত্রেই শাড়ি পরে আসা বাধ্যতামূলক।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.airindia.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১ আগস্ট। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (১০ থেকে ৩৫ কেবি সাইজের মধ্যে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ডিমান্ড ড্রাফটি 'AIR INDIA LIMITED'–এর অনুকূলে দিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে। তফসিলিদের ফি লাগবে না। ডিমান্ড ড্রাফট–সংক্রান্ত তথ্য অনলাইন আবেদনের সময় উল্লেখ করতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটি জিডি অ্যান্ড প্যাটের সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে— এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (প্রার্থীর উচ্চতা, ওজন, বিএমআই, রং চেনার ক্ষমতা ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে), অপথ্যালমোসজিস্ট কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কর্মরতদের ক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রফিশিয়েন্সি রেকর্ড বুক এবং এসইপি বুক 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'–সহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথিপত্রের মূল ও তার এক কপি নকল। এর পাশাপাশি সঙ্গে নিয়ে যাবেন প্রার্থীর পূর্ণদৈর্ঘ্যের দুটি পোস্টকার্ড মাপের ফটো। সামনে থেকে ও সাইডভিউতে ফটো তোলাতে হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

১০ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩২৪৭ প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইবিপিএসের অনলাইন পরীক্ষা অক্টোবর–নভেম্বর মাসে

দেশের ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩,২৪৭ জন প্রবেশনারি অফিসার ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব প্রবেশনারি অফিসার্স/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিজ ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস' নেওয়া হবে চলতি বছরের অক্টোবর–নভেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৭,৮,১৪ ও ১৫ অক্টোবর এবং মেন পরীক্ষা হবে ২৬ নভেম্বর। পরীক্ষার আয়োজক ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ১০টি ব্যাঙ্কের যে কোনওটিতে যোগ দিতে চাইলে আগে এই পরীক্ষায় সফল হতে হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোর কার্ড দেবে আইবিপিএস। ৩১–৩–২০১৯ পর্যন্ত এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন অনুসারে এই স্কোর কার্ডধারীদের মধ্য থেকেই গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৪৪৭টি (সাধারণ ২২৩, তফসিলি জাতি ৭৫, তফসিলি উপজাতি ৩১, ওবিসি ১১৮) এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৪টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অন্ধ্র ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩) এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৪টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩) এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কানাড়া ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৯০০টি (সাধারণ ৫৩২, তফসিলি জাতি ১২৮, তফসিলি উপজাতি ৬২, ওবিসি ১৭৮)। এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২৬টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১০টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩) এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স : মোট শূন্যপদ ৩০০টি (সাধারণ ১৫২, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ২২, ওবিসি ৮১) এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি ১০৮) এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭) এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ১০৮) এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত এবং ৭টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭) এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত

কাজের খবর

প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন পরীক্ষা হবে দু' পর্যায়ে— প্রিলিমিনারি ও মেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (ব্র্যাকেটের প্রতি বিষয়ের নম্বর) : ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৩৫), রিজনিং এবিলিটি (৩৫)। মোট সময়সীমা ১ ঘন্টা। এই পরীক্ষায় পাশ করলে মেন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর) : রিজনিং (৫০), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০), ব্যাঙ্কিং শিল্প–সহ জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৪০), কম্পিউটার নলেজ (২০)। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা ২০ মিনিট।

অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন করে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত এক–চতুর্থাংশ নম্বর কাটা যাবে।

পরীক্ষা হবে দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৬) পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী ও বহরমপুর।

তফসিলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য প্রাক–পরীক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। ৬ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফটো ও সই স্ক্যান করার পরে অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশিকা পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

পরীক্ষার ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ibps.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ জুলাই – ২১ জুলাই, ২০১৭

মেষ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দিতে গেলে খুব চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে। গৃহ–ভূমি বা যানবাহন বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবন। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। চলাফেরায় সাবধান হবেন।

বৃষ: শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পাবেন। বিশেষ করে পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযমী হতে হবে। ভাল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে এবং তাতে আপনার লাভ হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বুদ্ধির জোরে সব কাজে সফল হবেন।

মিথুন: এই সময় বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে মন দিতে পারেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে একটু বুঝে চললে ভাল ফল পাবেন। ধর্মের প্রতি আকর্ষন বাড়বে। শুভ কাজে সফল হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন।

সিংহ: অর্থনৈতিক ও গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষ্য করা যায়। রক্তে উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অর্থব্যয়ের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। মায়ের যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

তুলা: মন ও শরীর কোনওটাই ভাল যাবে না। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্যের যোগ। নতুন ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কর্মস্থলে সম্মান বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক: গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। প্রেম–প্রীতির বিষয়ে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়বেন। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শত্রুরা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু: ব্যবসায়ে লাভ যোগ রয়েছে। শরীর ভাল যাবে না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। পিতৃস্থানীয়ের সাহায্যে আপনি লাভবান হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা আসবে। শিক্ষায় বাধা প্রবল।

মকর: বর্তমান সময়টিতে পূর্বের সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান হতে পারে। গৃহে গোলযোগ থাকবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসাযে কিঞ্চিৎ লাভ যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: মনের দিক থেকে এখনও উদ্বিগ্নভাব থাকবে। স্থিরভাবে কোনও কাজ করতে পারবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে ভেবেচিন্তে হাত দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও সামলিয়ে নিতে পারবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

মীন: কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রতারণায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ৩৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বোধের উন্মেষ ৫। বড়ো থলি ৬। আবাস, স্থান ৭। কম–বেশি ৯। মূর্খ বা অযোগ্য কর্মচারী ১১। জিহ্বা ১২। তরুণ মজুমদার পরিচালিত এক বাংলা ছায়াছবি ১৩। অন্নবস্ত্র।

উপর–নীচ

২। তিলক কাটিতে ব্যবহৃত নানা তীর্থের মাটি ৩। মাখন ৪। একেবারে নতুন ৮। সূর্য কিরণ ৯। বিবাহের সম্বন্ধ করা ১০। চিত্তহারিণী, রমণীয়া।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩৭

পাশাপাশি : ১। ঘ্যাম ৩। গোসাঘর ৬। হইচই ৮। মধু ১০। ছোরা ১২। পাড়ি ১৩। রাফ ১৫। আন্দামান ১৬। তাম্রপত্র ১৭। লাস্ট।

উপর–নীচ : ২। মনোহরা ৪। সানাই ৫। রসম ৭। চম্পা ৯। ধুমড়ি ১০। ছোহারা ১১। মন্দা ১২। পানশালা ১৪। ফয়তা ১৫। আলাপ।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

জবর খবর

সম্পূর্ণ বিনা খরচে বাড়িতে বসে রোজগার করুন, আপনার android ফোন দিয়ে। কিভাবে করবেন?– প্রথমে Google play–store থেকে Champ cash money ফ্রি অ্যাপ টি ইনস্টল করুন। Sign up with champcash এ ক্লিক করে নাম, ফোন নং, ইমেল, পাসওয়ার্ড দিয়ে proceed করুন। তারপর ১৫৪১৪৭৮০ রেফার ID নং দিয়ে Verify করুন। তারপর লিস্টে দেওয়া থাকবে ৭–৮ টা অ্যাপ ইনস্টল করে ২ মিনিটে খুলুন। আয় প্রত্যেকদিন ৫০০–১০০০ টাকা। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন Whatsapp – ৭৩৬৩৯৩৫০৪৮ . ৫ ডলার বা ৩১০ টাকা হবার পর ব্যাঙ্কে transfer করাতে পারবেন।

লোকসভায় ৩১ জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুনিয়র ক্লার্ক পদে ৩১ জন কর্মী নেমে লোকসভা সচিবালয়। প্রার্থী বাছাই করবে ভারতীয় সংসদের জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 7/2017. মোট শূন্যপদ : ৩১টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ৯)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে ইংরেজি বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। উভয় ভাষাতেই মিনিটে ৪০ টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাদিকার। এছাড়াও এআইসিটিই স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট বা ডোয়েক 'ও' লেভেল বা সমতুল কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ৯–৮–২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি এবং মেন পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স (৫০ নম্বর) এবং জেনারেল ইংলিশ (৫০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ৫০ মিনিট। মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে দুটি পেপারে। পেপার ওয়ানে থাকবে ইংরেজিতে এসে ও লেটার রাইটিং এবং গ্রামার (১০০ নম্বর) এবং পেপার–টু–তে থাকবে টাইপিং টেস্ট (১০০ নম্বর)। পরীক্ষার সময়সীমা পেপার ওয়ানের ক্ষেত্রে ২ ঘন্টা এবং টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে ১০ মিনিট। পরীক্ষার ই–অ্যাডমিড কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.loksabha.nic.in

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.loksabha.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশন ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশন ১০ থেকে ২০ কেবি সাসজের মধ্যে) জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করবেন। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখমেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই হেল্পলাইন নম্বরে : ০১১–২৩০৩৪৫২১।

সত্যমেব জয়তে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate
South 24–Parganas, Nezarath Section
New Administrative Building, 1st Floor,
Alipore, Kolkata–27

EOI invited vide memo no. 600/NZ dt. 13.07.2017 for AV with music (15 minutes 26 seconds) on "Biswa Bangala" Details : www.s24pgs.gov.in. Last date 20.07.2017 Time : 12 noon.

SD/–
Nezarath Deputy Collector
South 24–Parganas

৯৭৩/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৪.০৭.১৭

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড় – হেমন্তদার স্টল ● হাজরা পেট্রল পাম্প – শঙ্কর ঠাকুর ● রাসবিহারী মোড় – কল্যাণ রায় ● ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক – বাপ্পাদার স্টল ● লেক মার্কেট – পাঁচু প্রামাণিক ● চারু মার্কেট – গণেশদার স্টল ● মুদিয়ালি – দীনবন্ধুদার স্টল ● পূর্ব পুটিয়ারি – রামানন্দদার স্টল ● রাণীকুঠি পোস্ট অফিস – শম্ভুদার স্টল ● নেতাজী নগর – অনিমেষ সাহা ● নাকতলা–গোবিন্দ সাহা ● বান্টি ব্রিজ–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● মহামায়াতলা–দীপক মণ্ডল ● তেঁতুলতলা–সজল মন্ডল ● ক্যানিং স্টেশন–পঞ্চাননদার স্টল ● যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম–সুব্রত সাহা ● আমতলা – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● শিরাকোল–অসিত দাস ● ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম–বৃন্দাবন গায়েন ● কাকদ্বীপ–সুভাশিসদা ● বারাসত রেলস্টেশন–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● হাবড়া রেলস্টেশন– বিজয় সাহা ● বনগাঁ রেলস্টেশন– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● রানাঘাট রেলস্টেশন– তপন সরকার ● কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন– দে নিউজ এজেন্সি ● কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন– নিখিল রায় ● ইছাপুর রেলস্টেশন– তপন মিদ্দে ● বাগদা– সুভাষ কর ● নৈহাটি রেলস্টেশন– কিশোর দাস ● কল্যাণী–গোরা ঘোষ ● ব্যারাকপুর–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● শ্যামবাজার–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● কলেজ স্ট্রিট–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● হাতিবাগান–দাস বুকস্টল ● উল্টোডাঙা–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● লেকটাউন–গুপীনাথ বুকস্টল ● দমদম–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● হাডকো মোড়–জি এন বুকস্টল ● বাগুইআটি–চিত্ত বুকস্টল ● ব্যান্ডেল স্টেশন– খোকন কুন্ডু ● ব্যান্ডেল বাজার– দীনেশ জৈন ● চুঁচুড়া স্টেশন– বিনয় সিং ● হুগলি স্টেশন– হরিপ্রসাদ ● চন্দননগর স্টেশন– অসীম পাল ● শ্রীরামপুর স্টেশন– মহেশ জৈন ● ম্যাঙ্কশাল কোর্ট– রাজনারায়ণ সিং ● ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক – রমেশ গুপ্তা ● বর্ধমান – দীনেশ জৈন ● শিয়ালদহ – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ৩০ আষাঢ় – ৪ শ্রাবণ, ১৪২৪ ঃ ১৫ জুলাই – ২১ জুলাই, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 38, 15 July - 21 July, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি–প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দুর্ঘটনায় মডেল সনিকা সিংহ চৌহানের মৃত্যু মামলায় শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হলেন

বাংলা সিরিয়ালের অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। পুলিশ বলছে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বিক্রম। জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ায় বর্তমানে তাঁর ঠিকানা প্রেসিডেন্সি জেল।

রবিবার : বসিরহাট বাদুড়িয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে

মদতদাতাদের খুঁজতে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সৌমিত্র পালের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গড়ল রাজ্য সরকার। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এর আগে বহু কমিশন করা হয়েছে ঘটনাকে 'অমিশন' করার জন্য। এক্ষেত্রেও তাই হবে না তো?

সোমবার : জাল পরীক্ষার্থী ও ভুয়ো নিয়োগ ঠেকাতে অনলাইনে

নিয়োগ পরীক্ষা চালু করছে ভারতীয় রেল। আগামী সেপ্টেম্বর থেকেই চালু হয়ে যাবে এই পদ্ধতি। রেলের দাবি এতে স্বচ্ছতা বাড়বে।

মঙ্গলবার : অমরনাথ যাত্রায় জঙ্গি হানায় নিহত হলেন

গুজরাতের ৭ তীর্থযাত্রী। রাতের অন্ধকারে অনন্তনাগে তীর্থযাত্রীদের বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সারা বিশ্ব নিন্দায় মুখর। কাঠগড়ায় জঙ্গি মদতদাতা পাকিস্তান।

বুধবার : দার্জিলিং–এ লাগাতার অশান্তি, খুন, জখম,

আগুন চলছেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পুলিশ আর সেনা পাঠিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। এতেই ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশিথা মাত্রে বলেছেন সরকারের এই ভূমিকা হতে পারে না। এখনই তাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বৃহস্পতিবার : আধার কার্ডে নাগরিকদের গোপনীয়তা বজায়

থাকবে কিনা তা খতিয়ে দেখতে ৫ সদস্যের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ গড়ল সুপ্রিম কোর্ট। ১৮ ও ১৯ জুলাই আধার সংক্রান্ত সব মামলার শুনানি হবে এই বেঞ্চে।

শুক্রবার : ডোকা লা সীমান্তে চিন ভারত মুখোমুখি। তার মধ্যে

বিরোধীদের নিয়ে সর্বদল বৈঠক ডাকল কেন্দ্র। চিনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে ভারত। ধারণা এই বৈঠক তারই ইঙ্গিত।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অবাধ্য শিক্ষককে বাগে আনতে হয়রান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা দফতরে বাম আমলের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে শিক্ষামন্ত্রী রোজ কিছু না কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন। কখনও কখনও ফতোয়া জারি করে বোঝাচ্ছেন কোনও দুর্নীতি তিনি বরদাস্ত করবেন না। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিক্ষা বিভাগ যে শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শ বা ফতোয়া কোনোটাকেই পাত্তা দেয় না তা বোঝা যায় জেলার বিভিন্ন ব্লকে দুর্নীতির শিকড়ের গভীরতা দেখে।

গত বুধবার পাথরপ্রতিমার এক শিক্ষিকার বদলির নির্দেশ কার্যকর করাতে হল কলকাতা হাইকোর্টকে। প্রমাণ হয়ে গেল স্কুল পরিচালন কমিটির কাছে জেলার পরিদর্শক স্রেফ নিধিরাম সর্দার। আবার ডায়মন্ড হারবারের উস্তির এক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতির সৌজন্যে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলছে। প্রধান শিক্ষক পরিদর্শক, ব্লক অফিস এমনকি শিক্ষাভবনে বিচারের আশায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু জেলা পরিদর্শক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর কিছুই করার নেই। শোনা যায় ওই স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রীর ভাই হওয়ায় নাকি কুঁকড়ে

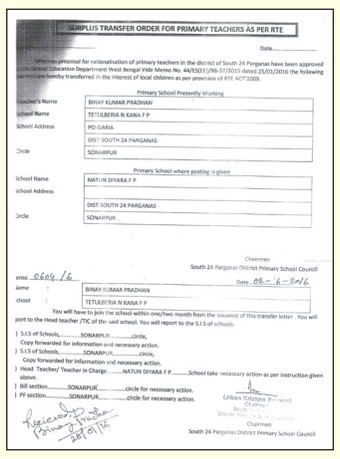

SURPLUS TRANSFER ORDER FOR PRIMARY TEACHERS AS PER RTE

Primary School Presently Working

Teacher's Name	BINAY KUMAR PRADHAN
School Name	TETULBERIA N KANA F P
School Address	PO-GABIA
	DIST-SOUTH 24 PARGANAS
Circle	SONARPUR

Primary School where posting is given

School Name	NATUN DIYARA F P
School Address	
	DIST-SOUTH 24 PARGANAS
Circle	SONARPUR

Chairman
South 24 Parganas District Primary School Council

Memo ...0604/16
Date 02-6-2016
Name : BINAY KUMAR PRADHAN
School : TETULBERIA N KANA F P

You will have to join the school within one/two month from the issuance of this transfer letter. You will port to the Head teacher /TIC of the said school. You will report to the S.I.S of schools.

) S.I.S of Schools,.....SONARPUR.....Circle,
Copy forwarded for information and necessary action.
) S.I.S of Schools,.....SONARPUR.....Circle,
Copy forwarded for information and necessary action.
) Head Teacher/ Teacher in Charge.....NATUN DIYARA F P.....School take necessary action as per instruction given above.
) Bill section.....SONARPUR.....circle for necessary action.
) PF section.....SONARPUR.....circle for necessary action.

Chairman
South 24 Parganas District Primary School Council

বদলির নির্দেশ

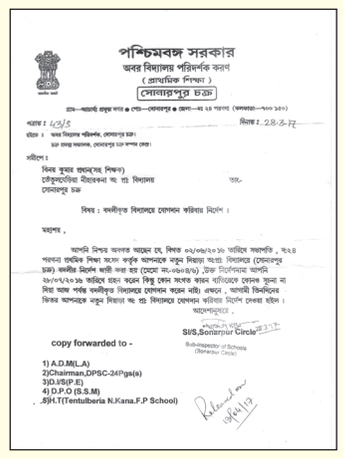

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়
(প্রাথমিক শিক্ষা)
সোনারপুর চক্র

স্মারক : 425/5 দিনাঙ্ক 1.28.5.17

বিষয় : বদলীকৃত বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার নির্দেশ।

মহাশয়,

আপনি নিম্নস্থ অবগত আছেন যে, দিনাঙ্ক ০২/০৬/২০১৬ তারিখে সহকারি , ২২৪ পরগনা প্রাথমিক শিক্ষা সংঘ কর্তৃক আপনাকে নতুন বিদ্যায় অন্যত্র বিদ্যালয়ে যোগদানের চক্র) বদলীর নির্দেশ জারী করা হয় (মেমো নং-০৬০৪/৬) ,উক্ত নির্দেশনামা আপনি ২৯/০৭/২০১৬ তারিখে গ্রহণ করেন কিন্তু কিছু কোন সংগত কারন ব্যতিরেকে কোনও সুযুগ না দিয়া আজ পর্যন্ত বদলীকৃত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন নাই। এমতে , আগামী ৭দিনের মধ্যে নিকত আসছেন নতুন বিদ্যায় অন্য পত্র বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল ।

আদেশানুসারে ,

SI/S.Sonarpur Circle

copy forwarded to -

1) A.D.M(L.A)
2)Chairman,DPSC-24Pgs(s)
3)D.I/S(P.E)
4) D.P.O (S.S.M)
5)H.T(Tentulberia N.Kana.F.P School)

এসআই–এর নির্দেশ

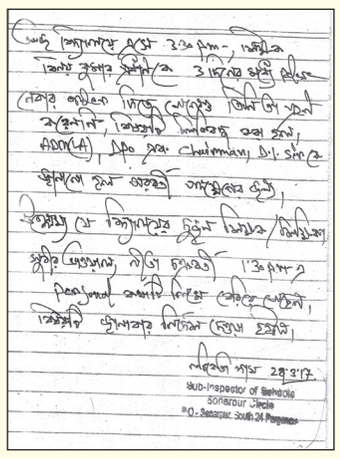

Sub-Inspector of Schools
Sonarpur Circle
P.O - Sonarpur, South 24 Parganas

এসআই–এর মন্তব্য

গিয়েছে জেলা শিক্ষা বিভাগ।

এইসব চিত্র যদি জেলা শিক্ষা দফতরের দৈনিক সিরিয়াল হয় তাহলে এক অবাধ্য শিক্ষককে নিয়ে মেগা সিরিয়াল তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরে। এই মেগা সিরিয়ালের মুখ্য চরিত্র সোনারপুর চক্রের অধীন তেঁতুলবেড়িয়া নীহারকণা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বিনয় কুমার প্রধান। বিনয়বাবুর কীর্তি কাহিনী অমৃত সমান। তেঁতুলবেড়িয়া স্কুলে থাকাকালীন মাসের পর মাস স্কুলে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

না এসেও দিব্যি বেতন পেয়ে গিয়েছেন। মহিলাঘটিত কান্ডে বারুইপুর আদালতে অভিযুক্ত হলেও এতটুকু কালি লাগেনি বিনয়বাবুর চাকুরি জীবনে। স্কুলে আসা তো দূর অস্ত দিনের পর দিন তেঁতুলবেড়িয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে হুমকির অভিযোগও খতিয়ে দেখার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শক। অবশেষে ২০১৬ সালের ২ জুন বিনয়বাবুকে বদলি করে দেওয়া হয় নতুন দিয়াড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিনয়বাবুর অবশ্য কোনও হেলদোল নেই। তিনি না আসছেন তেঁতুলবেড়িয়ায়, না যাচ্ছেন নতুন দিয়াড়ায়। বেতন কিন্তু তার নিয়ম মেনেই হচ্ছে। সাড়ে ৯ মাস বেয়াদপি সহ্য করার পর অবশেষে সোনারপুর চক্রের এসআই এই বছরের ২৮ মার্চ ৪৩/এস পত্রাঙ্ক মারফত বিনয়বাবুকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে নতুন দিয়াড়া স্কুলে যোগদান করার জন্য। পরের দিন ২৯ মার্চ এসআই স্কুলে গিয়ে পরিদর্শন খাতায় লিখে দেন বিনয় কুমার প্রধানকে নির্দেশ দিতে গেলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। বিষয়টি এডিএম(এলএ), ডিপিও, চেয়ারম্যান ও ডিআইকে জানানোর কথাও লিখে দেন এসআই। তাতে কি? বিনয়বাবুর বয়েই গিয়েছে। বেতন কিন্তু নিয়ম মেনেই হচ্ছে বিনয়বাবুর। সরকারি আধিকারিকরা যথারীতি নির্বিকার। এরপর বিনয়বাবুকে তেঁতুলবেড়িয়া স্কুল থেকে লিখিতভাবে রিলিজ করে দেওয়া হয় এই বছর ১৩ এপ্রিল। বিনয়বাবু কিন্তু এরপরেও যোগদান করেননি নতুন দিয়াড়ায়। অবশ্য বিদ্যালয়ে না গেলেও বিনয়বাবু বঞ্চিত হননি মাসিক বেতন থেকে।

তথ্যসম্বলিত অভিযোগ আলিপুর বার্তার দফতরে জমা পড়ার পর বিনয়বাবুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে বিনয়বাবু জানান বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। তিনি কিছু বলবেন না। মামলার নম্বর ও রায় জানতে চাইলে ফোন কেটে দেন। আর ফোন ধরেননি। এরপর যোগাযোগ করা হয় সোনারপুর চক্রের এসআই–এর সঙ্গে। তিনি বিনয়বাবুর নিয়মিত বেতন হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'আমি এই পদে নতুন যোগদান করেছি। বিষয়টি শুনেছি। অবিলম্বে খতিয়ে দেখে ডিআই সাহেবের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব।' এই প্রসঙ্গে ডিআই বলেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বেতনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে বিনয়বাবু নতুন দিয়াড়ায় যোগদান করেছেন কিনা সে বিষয়ে তিনি জানেন না।

শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে সাংবাদিকদের তৎপরতা দেখে নড়ে বসে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর। জুন মাস থেকে বেতন বন্ধ হয় বিনয়বাবুর। কিন্তু কেন এত দিন বিনা কাজে বেতন পেলেন এবং তার জন্য কারা দায়ী তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি জেলা আধিকারিকদের কাছে। বিনয়বাবুর পিছনে মদতদাতাদের অবিলম্বে চিহ্নিত না করলে শিক্ষামন্ত্রীর আস্ফালন কিন্তু প্রহসনে পরিণত হবে।

ধান কেনায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

সমবায়, মিলমালিক, ফড়ে ও আমলাচক্রে বঞ্চিত কৃষকরা

কুনাল মালিক

খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় থাকা রেশন গ্রাহকদের জন্য তৃণমূল সরকারের আমলে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনায় গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র মারফৎ খবর পাওয়া যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর মহৎ উদ্দেশ্যকে কালিমালিপ্ত করছেন কয়েকজন আমলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ধান কেনার ব্যাপারে প্রকৃত চাষিদের বা সাধারণ মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে ফড়েরা, মিল মালিকরা ও সোসাইটি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

প্রকৃত কৃষকদের ডেকে পাল্লা মেপে ধান কেনার এই দৃশ্য এখন অমিল।

সরাসরি ধান কেনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক পাবে কুইন্টাল প্রতি ১৪৭০ টাকা ও বহনের জন্য প্রতি কুইন্টাল ২০ টাকা। জেলা খাদ্য সরবরাহ দফতরের একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে ধান কেনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকায় রাইস মিলের মালিকরা কোটিপতি হতে চলেছে। অফিসাররাও কম যাচ্ছে না। নামে মাত্র কৃষকদের থেকে খাতা কলমে ধান কেনা হচ্ছে। সরকারি টাকা নয়ছয় হচ্ছে। বাঁ হাতে, ডান হাতে কৃষকদের নাম সই করে ভুয়ো মাস্টার রোল তৈরি করে অফিসে জমা পড়ছে। ওই সূত্র জানাচ্ছে সরকারি ভাবে তদন্ত করলেই ঝোলা থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডিপিসি গৌতম দাসকে প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল এ বছর কতজন চাষির কাছ থেকে কত পরিমাণ সরাসরি ধান কেনা হল? কতগুলো সমবায়ের মাধ্যমে ধান কেনা হল? এইসব প্রশ্ন প্রসঙ্গে গৌতমবাবু বলেন, এসব তথ্য জেলা খাদ্য নিয়ামক দেবেন, তিনি দিতে পারবেন না। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, প্রকৃত চাষিদের থেকে সমবায় বা রাইস মিলের মালিকরা কি বেশি লাভবান হচ্ছেন? অভিযোগ কৃষকের নামে ভুয়ো মাস্টার রোল তৈরি করে টাকা নয়ছয় হচ্ছে কি? গৌতমবাবু বলেন, এ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার খাদ্য নিয়ামক শাশ্বতী ঘোষের সঙ্গে দেখা করলে তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তিনি বলেন, গৌতম দাসেরই–তো সমস্ত তথ্য দেওয়া উচিত। উনি তো হাত ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। শাশ্বতী দেবী জানান, এ মরশুমে মোট ৯৭৭৩ জন কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনা হয়েছে। ধানের পরিমাণ ৬২২২৩.১৭৪৪ মেট্রিক টন, চাল পাওয়া গিয়েছে ৪২৩১২.১৪৬ মেট্রিক টন।

প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল অনেকের অভিযোগ অনেক চাষির নামে ভুয়ো মাস্টার রোল করে সমবায় ও রাইস মিলের মালিকরা টাকা তুলে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন? শাশ্বতী দেবী বলেন, দেখুন ধান কেনা শেষ হয়ে গিয়েছে, ভুয়ো মাস্টার রোলের অভিযোগ উঠতেই পারে, তবে সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ, ধান কেনার সময় বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ভালো হতো।

প্লাস্টিক রুখতে কলকাতায় চালু হতে চলেছে দূষণ ফি

বরুণ মন্ডল : এবার কলকাতা পুরসংস্থা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করতে উদ্যোগী হল। পুরসংস্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবার কলকাতায় 'পলিউশন কস্ট' বা 'দূষণ ফি' আদায় করা হবে। পুর কর্তৃপক্ষ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ব্যবহারে লাগাম টানতে চলেছে। ওই বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কেবল ক্যারিব্যাগই নয় প্লাস্টিকের যে কোনও সামগ্রীর ব্যবসা করতে হলে পুরসংস্থার কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ 'পলিউশন কস্ট' ছাড়া প্লাস্টিক পাতের ব্যবসা কিংবা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে মালপত্র বিক্রি করলে পুরসংস্থা বড়ো অঙ্কের জরিমানা করবে। জরিমানার অঙ্ক ৫০–৫০০ টাকা হতে পারে। পুরসংস্থা এই মর্মে একটি খসড়া বিধি কিছুদিনের মধ্যেই চালু করতে চলেছে। পুরো কলকাতা মহানগরীতে ইতিমধ্যেই 'রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' সারা রাজ্যে ৫০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে।

পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য উত্তরে চিৎপুর কাশীপুর থেকে দক্ষিণে জোকার কোল পর্যন্ত আর পূর্বে ধাপা থেকে পশ্চিমে গার্ডেনরিচ ২০৫ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমানের কলকাতা মহানগরীতে রাতারাতি প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ নিষিদ্ধ করা সত্যিই মুশকিল। এখন কঠোর পদক্ষেপ করার পূর্বে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। সেইজন্যই আপাতত ৫০ মাইক্রন বা তার থেকে বেশি পুরু বা মোটা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ কলকাতায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

পুর পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের বক্তব্য, প্রথমে যে সব কারখানায় ৫০ মাইক্রনের কম মোটা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ তৈরি হচ্ছে আমরা সেগুলি আটকানোর চেষ্টা করছি। আর যে সমস্ত দোকানগুলি এইসব নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ

ব্যবহার করে থাকে সেই সব দোকানের উপরে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পুরসংস্থার খসড়া বিধিতে বলা হয়েছে প্লাস্টিক ব্যবসায় 'পলিউশন কস্ট' বা 'দূষণ ফি' ছাড়াও ৫০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক ব্যবহার করলে দোকানদারকে ৫০০ টাকা জরিমানা ছাড়া ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ হবে না। আর এই ব্যাগ ব্যবহারকারীকে ৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওই খসড়া বিধিতে বলা আছে প্লাস্টিক ব্যবসায়ীকে বছরে কমপক্ষে ৪৮ হাজার টাকা পুরসংস্থাকে দিতে হবে। আর ব্যবসা বড়ো অঙ্কের হলে এই টাকার অঙ্ক বাড়বে। প্রসঙ্গত, যে পরিমাণ অর্থ প্লাস্টিক ব্যবসায়ীদের থেকে পুরসংস্থা আদায় করছে তার পুরোটাই 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করা হবে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেন, প্লাস্টিক ব্যবহার বিষয়ে ১৯৮০ সালের পুর আইনে কিছু লেখা নেই। তাই এবার সেই আইন সংশোধনের পথে চলেছে পুরসংস্থা। সংশোধিত আইনের খসড়া বিধিও ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে।

উৎসবের মরশুমে সক্রিয় হতে পারে মৌলবাদী শক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট–বাদুড়িয়ার অশান্ত এলাকা ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। ছন্দে ফিরছে জনজীবন। ফেসবুকে একটি আপত্তিকর পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। রাজ্য পুলিশ প্রশাসন দাঙ্গা রুখতে ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী রাস্তায় নামলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও শেষ মুহূর্তে কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। অনেক পুলিশকর্তাকে বদলি করে দেন। সোস্যাল মিডিয়ায় নজরদারি শুরু করে প্রশাসন। আগামী দিনে রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি রুখতে সরকারিভাবে বিভিন্ন বুথে বুথে 'শান্তিবাহিনী' গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূল–বাম দলগুলি সম্প্রীতি মিছিলের আয়োজন করছে। তবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, বসিরহাট–বাদুড়িয়া এলাকায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের নেপথ্যে ওপার বাংলার জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর লোকজনের 'উস্কানি' বিশেষভাবে কাজ করেছে। স্থানীয় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা জানিয়েছেন, বহিরাগত বেশ কিছু অচেনা লোকজন বসিরহাট–বাদুড়িয়া এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বোমাবাজি, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগের ক্ষেত্রে ওইসব বহিরাগতদের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক আগেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে রিপোর্টে জানিয়েছিল রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর লোকজন ঘাঁটি গেড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর ছক কষছে। বসিরহাট–বাদুড়িয়ার ঘটনা তারই 'ট্রেলার' মাত্র। সম্প্রতি রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপির উত্থানের কারণে রাজ্য জুড়ে একটা ধর্মীয় মেরুকরণের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই সুযোগে ভারত বিরোধী জেহাদি মনোভাবাপন্ন মৌলবাদী

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

শক্তিরা রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে বলে সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, আসন্ন শারদীয়া উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগার আশঙ্কা আছে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর–ই–তৈবা রাজ্যর সীমান্তবর্তী এলাকায় তাঁদের এজেন্টদের ইতিমধ্যেই সক্রিয় করেছে। জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম দি সানডে গার্ডিয়ান জানিয়েছে বসিরহাটে ফেসবুক কান্ডের নেপথ্যে আছে লস্কর–ই–তৈবা। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে নানা সচেতনমূলক সামাজিক কর্মসূচি রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে চলেছে বলে খবর। আগামী দিনে রাখীবন্ধন দিনটি সরকারিভাবে সম্প্রীতির বিশেষ উৎসব হিসাবে পালন করবে রাজ্য সরকার।

আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল

দখলের কবলে স্বাধীনতা সংগ্রামীর বাড়ি

পার্থসারথি গুহ : সামনেই স্বাধীনতা দিবস। আজকের দিনটা ধরলে আর মাত্র ৩০টি দিন। অথচ স্বাধীনতার এতো বছর পরেও যাঁদের প্রাণপাত লড়াইয়ে ব্রিটিশ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবার এখনও দারুণভাবে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। অন্তত দেশের নানা প্রান্তে খোঁজ নিলে এমন অনেক ছবি সামনে চলে আসবে, যা নিঃসন্দেহে একজন যথার্থ ভারতবাসীকে ব্যথিত করবে। এই অবহেলার শিকার এই বাংলার বেশ কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাঁদের পরিবার। এমনই এক ঘটনা নজরে এসেছে কলকাতা থেকে খুব কাছের নরেন্দ্রপুরে। ২০১৩ সালে মৃত্যু হয় প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রেবারাণী বিশ্বাসের। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে তিনি নরেন্দ্রপুরের এলাচির ৯ নং বাগুইপাড় বোর্ডের দুটি টিনের ছাদ দেওয়া ঘর তাঁর ৬ মেয়ের মধ্যে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর তাঁর ঘরের দামী সামগ্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া শংসাপত্র আলাদাভাবে সংরক্ষিত থাকুক আর্কাইভে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পালটে যায় পরিস্থিতি। ঘর দেখার অছিলায় তাঁরই কিছু আত্মীয় একরকম দখলদারী নিয়ে নেন মেয়েদের নামে

এই সেই দখলীকৃত ঘর। ইনসেটে প্রয়াত রেবারাণীদেবী

রেবারাণীদেবীর রেজিস্ট্রি করা সম্পত্তি। ৬ মেয়ে এতদিন পর্যন্ত মায়ের শোওয়ার ঘরটি নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিলেন। তাও এই 'অবাঞ্ছিত' হানাদাররা কেড়ে নেয়। কোর্টের আদেশ (অর্ডার নং ৪০, তাং ২৬.৬.২০১৬) অগ্রাহ্য করে তারা এই কাণ্ড ঘটায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর মেয়ে ও জামাইয়ের অভিযোগ শুনে এগিয়ে আসেন রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর টুম্পা দাস। তিনি গত ২৬ জুন ওই এলাকায় একটি সভা করে দখলদারদের আদালতের নির্দেশ পালন করার পরামর্শ দেন। দখলদাররা শুরুতে রাজি হলেও পরে বেঁকে বসে ও ঘর থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী রেবারাণীদেবীর দুই মেয়ে গৌরী লোধ ও কল্যাণী কর জানান, এ বিষয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন (এফআইআর নং : ১২৬৭, তাং : ৭.৭.২০১৭)। তা সত্ত্বেও বারংবার টেলিফোনের মাধ্যমে মেয়েদের পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এর পিছনে কোনও প্রভাবশালী মহলের হাত থাকার সন্দেহ করছেন অনেকেই। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর টুম্পা দাস জানান, দখলদাররা যাতে আদালতের রায় অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন। স্বাধীনতা সংগ্রামীর মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে এই ঘটনাটি জানিয়ে ই–মেইল করা হয় রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের কাছে। কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি এখনও পর্যন্ত।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১৫ জুলাই – ২১ জুলাই, ২০১৭

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দামামার মধ্যে যে জিনিসটা সবার আগে সামনে চলে এসেছে তা হল, সাংবিধানিক এই গুরুত্বপূর্ণ পদের লড়াইকে ঘিরে বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লালুপ্রসাদ যাদবরা একান্ত ভাবে চেয়েছিলেন বিরোধীদের সম্মিলিত প্রার্থী দিয়ে এই দুই নির্বাচনে বিজেপিকে চাপে ফেলতে। যথারীতি এদের হাওয়া দিচ্ছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ও তাঁর 'সুযোগ্য' পুত্র রাহুল গান্ধি। কিন্তু যাবতীয় পাশা পালটে গেল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে হঠাৎ করেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার বিজেপি প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়ায়। বিহারের রাজ্যপালের প্রতি নীতিশবাবুর এই আস্থা রাখায় বেজায় চটে যান তাঁর জোট সঙ্গী লালুপ্রসাদ যাদব, যিনি ও তাঁর পরিবার ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা নিয়ে জেরবার হয়ে রয়েছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোবিন্দের সমর্থনে সামনে আসতে দেখা যায় ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ সিং যাদবদের। এর ফলে পুরোপুরি ঘেঁটে যায় বিরোধী ঐক্য। মোদী বিরোধী যে লড়াই চালাতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা তার তরী এভাবেই তিরে এসে ডুবে যায়।

আবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির সমর্থনে সেই নীতিশ কুমারেরই ডিগবাজি কার্যত চমকে দিয়েছে ভারতীয় রাজনৈতিক মহলকে। বোঝা যাচ্ছে রাজনীতিতে সবই সম্ভব। একূল ওকূল ধরে রাখার রণনীতি নিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। একদিকে কোবিন্দকে সমর্থন করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন, অপরদিকে উপরাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস ও বিরোধীদের সম্মিলিত প্রার্থী গোপালকৃষ্ণের পাশে দাঁড়িয়ে অন্য বার্তা প্রদান। নীতিশের এই কৌশলী রাজনীতি তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নকে সলতে পাকাচ্ছে বলে মনে করছেন বহু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনে মোদী সরকারের প্রত্যাবর্তন ঘটলে তাতে এর ফলে বড় ভূমিকা নিতে পারেন নীতিশ কুমার। আবার কোনও অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে এনডিএকে বিপাকে ফেলতে পারলে বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন। অর্থাৎ দুদিকে তাল রেখে তাঁর এই রাজনীতি এক নতুন ধারার উন্মেষ ঘটালো তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। অপরদিকে উপরাষ্ট্রপতি পদে বিরোধীরা যে গোপালকৃষ্ণ গান্ধিকে তুলে ধরেছেন প্রথম দিকে তাঁকেই রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সেদিক থেকে বলা চলে তাঁর অনেকটাই সম্মান রক্ষা হল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সংখ্যাধিক্যের জোরে বিজেপি প্রার্থীরাই রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে চলেছে তা একরকম নিশ্চিত।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কিন্তু কাহারও স্তুতি প্রশংসা না চাহিয়া অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়া সর্বদা সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ।।

গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া যেন উহা সংগ্রহ না করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য,দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম।

মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ।।

মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া গৃহী ব্যক্তি সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি।।

যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান প্রীতি হন, হে পার্বতি, তুমিও তাহার প্রতি প্রীতা হও।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণম।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম।।
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে।।

পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। যে সন্তান পিতামাতাকে কখনো কর্কশ কথা বলে না, সেই প্রকৃত সুসন্তান। পিতামাতাকে দর্শনকরিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিবে,তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর যতক্ষণ না তাঁহারা বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বসিবে না।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।।
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ।।

মাতা, পিতা, পুত্র, পত্নী, ব্রাতা, অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যে গৃহী ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করে, সে পাপ করিতেছে।

ফেসবুক বার্তা

বিচার কক্ষে সেই তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু

বিজেপির ঐতিহাসিক অজ্ঞতা না সীমাহীন মুর্খামি, জনগণ বিচার করুক

নির্মল গোস্বামী

কয়েক দিন আগে দু–তিনজন স্থানীয় বিজেপি কর্মী বাড়িতে এলো। তিন বছরে মোদি সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি সহ একটা রঙিন লিফলেট দিল। আর আমার হাতে একটা স্টিকার দিল। তাতে লেখা আছে— ''আমরা পুঁজিবাদ বা সাম্যবাদ দুটোই চাই না। কারণ দুটোই মানুষকে শোষণ করে। আমরা চাই মানুষের উন্নতি ও আনন্দ।'' নিচে লেখা আছে দীনদয়াল উপাধ্যায়। বিজেপি এবং পদ্মফুল চিহ্ন। একেবারে নিচে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশত বার্ষিকী।

স্টিকারটা পড়ে চমকে উঠলাম। একজনকে মনীষী মনে করে তার একটা বাণী বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার করছে বিজেপি। নিশ্চয়ই সেই মতটার সঙ্গে পার্টি সহমত পোষণ করে। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা সত্যি কি না জানি না। কারণ বিজেপি নিজের মতো করে লিখে তাঁর নামে চালাচ্ছে কিনা তাও জানা নেই। সন্দেহের কারণটা হল এই যে একজন বিদগ্ধ মানুষ হিসাবে তাঁকে এতো দিন জেনে এসেছি। তিনি যদি এমন উদ্ভট মন্তব্য করে থাকেন, তা হলে তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এটা হতে পারে সব মানুষের সব বিষয়ে জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কিন্তু একজন পন্ডিত মানুষ যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করেন তখন সেই বিষয়ে ভাল করে জেনে বুঝে নিয়ে তবে তো মন্তব্য করবে। তবুও বলব দীনদয়াল উপাধ্যায় সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। তাঁকে অসম্মান বা ছোট করার উদ্দেশ্যও আমার নয়। আমার যাবতীয় বক্তব্য ভারতবর্ষের বর্তমান শাসক দল বিজেপি সম্পর্কে।

ধরা যাক একজন ডাক্তার একজন রোগীকে বলছে তুমি ভাত বা রুটি খাবে না কারণ দুটোতেই কার্বোহাইড্রেট আছে। অথচ ভাত–রুটির পরিবর্তে কি খাবে তা বলছে না। অথচ সুস্থ বলশালী শরীর গড়তে হবে।

ভাত রুটি বাদ দিয়ে কী খেলে শরীর তাগড়া হবে তা যদি না বলে, তাহলে ডাক্তারের উপদেশ দেওয়া অর্থহীন বাতুলতায় পরিণত হয়। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। বিজেপি বলছে যে তারা পুঁজিবাদ বা সাম্যবাদ দুটোই মানে না কারণ দুটোতেই মানুষ শোষিত হয়। খুব ভাল কথা তাহলে তারা কোন বাদে তারা আস্থাশীল সেটা তো মানুষকে বলতে হবে। কোন বাদে মানুষ শোষণ নেই সেটা জানতে হবে। তবেই তো আমরা দলে দলে সেই বাদের দিকে আকৃষ্ট হবো। তা না হলে তা পাগলের প্রলাপে পরিণত হবে। একটা দল যারা ভারতবর্ষ শাসন করছে তারা যদি প্রলাপ বকতে শুরু করে তাহলে ভারতবাসীর কী হাল হবে তাই ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি।

সব দলই তো মানুষের উন্নতির কথা বলে। এটা এমন কি কথা যে বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে হবে? আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর কোনও রাজনৈতিক কি বলেছে যে আমরা মানুষের উন্নতি চাই না— বাঘ–গরু–ছাগলের উন্নতি চাই, তাই আমাদের ভোট দাও? বিজেপি সরকার মানুষের উন্নয়ন ছেড়ে গো–কুলের উন্নয়নে বেশি মনোযোগী হয়েছে। এই মিথ ভাঙাতেই

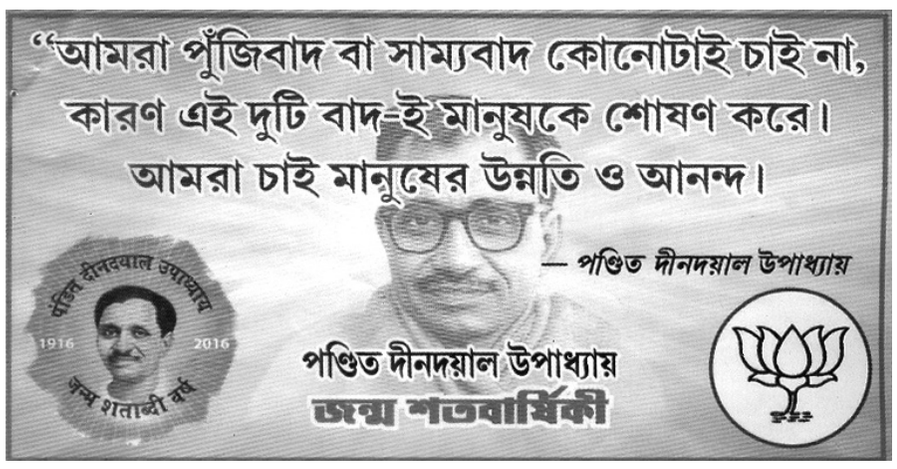

কি মানুষের উন্নতি চাই বলে প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছে!

তাদের প্রচার দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তারা ভারতবাসীকে গো–মাতার সন্তান বলেই গণ্য করে। তা না হলে কোন যুক্তিতে বলে যে 'সাম্যবাদে' মানুষ শোষণ হয়? পাঠকদের বোঝার সুবিধার জন্য বলে রাখি যে পৃথিবীতে কোথাও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাহলে যে সাম্যবাদের রূপ আমরা দেখলাম না এখনও পর্যন্ত সেই সাম্যবাদে যে মানুষ শোষণ হয়, তা দীনদয়াল উপাধ্যায় বা বিজেপি দল কেমন করে কোথা থেকে জানল? ইতিহাসের শিক্ষা এই যে পুঁজিবাদ শোষণ শাসনের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই তত্ত্বগতভাবে সাম্যবাদের আবিষ্কার হয়েছিল। তবে তা কোনও দেশে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ হয়নি। ফলে তার ভাল–মন্দ বোঝার সুযোগ আগে আসেনি। সাম্যবাদ এর প্রয়োগ সম্ভব নয় এই কথা অনেক অর্থনীতিবিদ বা রাজনীতিবিদ মনে করেন। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে সাম্যবাদে মানুষ শোষিত হয় এই কথা আজ পর্যন্ত কোনও পণ্ডিত কোথাও বলেননি দীনদয়াল উপাধ্যায় (যদি অবশ্য এই মন্তব্য তাঁর হয়) ছাড়া।

সাধারণ মানুষ বেশির ভাগ সময়ে একটা ভুল করে সেটা হল সমাজবাদ আর সাম্যবাদকে একই মনে করে। সম্ভবত সেই সাধারণ ভুলটাই করে বসেছে।

মনে হয় সমাজবাদ বলতে গিয়ে সাম্যবাদ বলেছে। তা না হলে সাম্যবাদের বিরোধিতা কোনও পাগলেও করে না। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য কে না চায়? সামাজিক সাম্য কে না চায়? শিক্ষায় সাম্য আসুক, এতো সব রাজনৈতিক দলই চায়। যেমন আইনের চোখে সব নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত আছে। যদিও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা হয় না। তা বলে কি আমরা নেতামন্ত্রীদের জন্য এক আইন আর সাধারণ মানুষের জন্য আজ এক আইন প্রণয়ন করব? সর্বত্র সমতা থাকবে এটা তো সাম্যবাদ—ইতিহাসের কোনও যুগে কোনও দলই কখনও এই সাম্যবাদের বিরোধিতা করেনি। আর বিজেপি দীনদয়াল উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সেই কাজটা করছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি হল (১) ফিউডালিজম (২) ক্যাপিটালিজম, (৩) সোশ্যালিজম, (৪) কমিউনিজম। ফিউডালিজম হল রাজতন্ত্র। আগেকার যুগে একজন রাজা বা রাজার অধীনে জমিদার থাকত বাকি সকলেই প্রজা বা দাস ছিল। এই প্রথা কে ভেঙে এলো ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ। এখানে একদল মালিক কলকারখানা তৈরি করল আর বাকি সব পুঁজিহীন শ্রমিকে পরিণত হল। এই পুঁজিবাদই মানুষকে ভূমিদাস জীবন থেকে মুক্তি দিল। মানুষ স্বাধীন মজুরে পরিণত হয়। এই পুঁজিবাদই মানুষকে শান্তি, সাম্য, মৈত্রীর বাণী শিখিয়েছে। শ্রমিক–মালিক দ্বন্দ্ব যখন চরমে উঠল তখন ধারণা এলো সমাজতন্ত্রের। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে ডাক এলো শোষণমুক্তির। এখানে কেউ রাজা, জমিদার বা মালিক থাকবে না। সব সম্পত্তির মালিক হবে রাষ্ট্র। রাশিয়ায় প্রথম ১৯১৭ সালে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর চিন সহ পূর্ব ইউরোপের এবং এশিয়ার কিছু দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। প্রায় ৭০–৮০ বছর পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদ পাশাপাশি চলল। তারপর রাশিয়া থেকে আবার শুরু হল পিছু হটা। যে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্র চলছিল তারা আবার ব্যক্তি পুঁজির অধিকারকে স্বীকার করে নিল। অর্থাৎ আবার ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদে ফিরে গেল। তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের পর সাম্যবাদ আসার কথা। সোশ্যালিজমের আরও উন্নতি আস্থা হল কমিউনিজম। তা আর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাই হল না। বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদকেই ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে এবং পুঁজিবাদের মধ্যে কি করে বেশি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায় তারই পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালাচ্ছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শাসক। স্বাধীন ভারতের পথ চলা শুরু হয়েছিল মিশ্র অর্থনীতিতে। এখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ দুটিই ছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি কয়লা এবং ব্যাঙ্ক শিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করে সমাজতন্ত্রের দিকে আরও এক কদম এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনমোহনের গ্যাটচুক্তি ও পরে অটলবিহারী সরকারের বেসরকারী করণের ফলে একচেটিয়া পুঁজিবাদের পথেই হাঁটতে থাকে ভারতের অর্থনীতি। আবার মোদি সরকার তো নবরত্ন সংস্থাকেও বেসরকারীকরণ করতে চাইছে। ব্যাঙ্ক–বিমাকে বেসরকারির হাতে দিতে পারলে যেন বাঁচে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিজেপি পুঁজিবাদের পক্ষেই কার্যকলাপ চালাচ্ছে, অথচ প্রচার করছে আমরা পুঁজিবাদ বিরোধী। সে বলুক। মিথ্যাকথা বলার অধিকার সব দলেরই আছে। সব দলই বলে এক, করে এক। কিন্তু বলার সময় তো ঠিকটা বলবে। কংগ্রেস যেমন বলত সমাজতন্ত্র আনবে ভারতে গান্ধিজীর শ্রেণী সমন্বয় তত্ত্বের ভিত্তিতে। সিপিএম বলে মার্কসের তত্ত্বের ভিত্তিতে একদিন সমাজতন্ত্র আনবে ভারত। না পারে ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলকে তো বলতে হবে কোন তত্ত্বের হাত ধরে মানুষের উন্নয়ন করবে তারা? তারা বলছে সাম্যবাদেও (আসলে এটা সমাজবাদ হবে) মানুষ শোষণ হয়। কোন বাদে মানুষ শোষণ নেই দয়া করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তারা যদি না জানায়। তা না হলে এ অজ্ঞতার সত্যিই ক্ষমা হয় না।

এদের আসল ভুলটা হয়েছে কোথায় জানেন। আসলে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এবং সিপিএম থেকে তারা যে আলাদা সেইটা বোঝাতে গিয়েছে— তৃণমূল, কংগ্রেস অর্থনীতিতেই চলে যা মূলত পুঁজিবাদী। আর সিপিএম সহ কমিউনিস্টরা যেহেতু সাম্যবাদের কথা বলে তাই তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সাম্যবাদের বিরোধী বলে প্রচার করছে। বিরোধী বলে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য বলে দিল আমরা কিন্তু মানুষ নয়! এখন পন্ডিতরা যে দল চালনা করে তা জেনে সত্যিই ভয় হয়।

গুরু পূর্ণিমায় প্রণাম শেয়ারগুরুদের

সাবধান থাকুন বাজারি বিশেষজ্ঞ থেকে

পার্থসারথি গুহ

গুরু পূর্ণিমার প্রাক লগ্নে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুরুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছেন। এটাই তো স্বাভাবিক। যে গুরুর হাত ধরে মানুষের জীবনের উত্থান তাঁকে তো স্মরণ করতেই হবে। আর সেই শুভ অবসর হল গুরু পূর্ণিমার এই পূণ্য তিথি। সঠিক গুরু যে কাউকেই তাঁর সাফল্যের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। আবার ভুলভাল 'গুরু'–র পাল্লায় পড়লে গোল্লায় যেতেও সময় লাগে না। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এমন জলজ্যান্ত উদাহরণ হাতের সামনেই মজুত রয়েছে। গুরু গ্রেগের আমলে তৎকালীন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কেরিয়ারের–ই বারোটা বেজে গিয়েছিল। শেয়ার বাজারের দিকে চোখ ফেরালেও এমন অনেক সুগুরু, বদগুরু চোখে পড়বে। বস্তুত খারাপ গুরুর কুপরামর্শে বহু মানুষের তথা লগ্নিকারীর পুঁজিপাটা গড়িয়াহাটা হয়ে গিয়েছে। আবার ভালো গুরুর সুপরামর্শে ফুলেফেঁপে উঠতেও সময় লাগেনি লগ্নিজাত অর্থের। এখন প্রকৃত গুরু বেছে নেওয়াটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ যেন অনেকটা খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো ব্যাপার। তাও ভালো গুরু যাঁদের ভাগ্যে জুটেছে তাঁদের হালচাল পালটে গিয়েছে অর্থ বাজারের প্রেক্ষাপটে। এখন টিভি খুললে বা প্রিন্ট মিডিয়ার অর্থনীতির পাতায় চোখ বোলালে চোখে পড়বে অসংখ্য শেয়ার বিশেষজ্ঞের নাম। যথারীতি তাঁদের নানারকম পরামর্শও থাকে এসব জায়গায়। ঘটনা হল এই সব ভবিষ্যতবাণী থেকে আদৌ কেউ উপকৃত হন না। বরং বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দেখলে এই বাজারে খুঁজেপেতে বের করা যায় এমন কিছু নাম যাঁদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় উপকৃত হয়েছেন বহু বিনিয়োগকারী। এমনকী এঁদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় দেশি–বিদেশি বহু লগ্নিকারী ফান্ডকেও। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার

অর্থনীতি

মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়।

করদাতাদের জন্য আয়কর সেতু'র সূচনা করলেন অর্থমন্ত্রী

পিআইবি : অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি করদাতাদের জন্য নতুন এক পরিষেবা মডিউল আয়কর সেতু'র সূচনা করলেন সোমবার। মোবাইলে এটি পাওয়ার সুযোগ করে দিতে একইসঙ্গে এর একটি মোবাইল সংস্করণও প্রকাশ করা হয়েছে যেটি অ্যান্ড্রয়েড মাধ্যমে পাওয়া যাবে। জেটলি এটি চালু করে করদাতাদের পরিষেবা নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের দায়বদ্ধতার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, এই ই–প্রয়াসটি করদাতা এবং কর মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজন কমিয়ে দেবে আর কর সংক্রান্ত হয়রানির সম্ভাবনাও যাবে কমে। নতুন ব্যবস্থাটি আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে করদাতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের একটি প্রয়াস। কর সংক্রান্ত তথ্য তাঁদের আঙুলের ডগায় পৌঁছে দিতে বহু ধরনের পরিষেবা এতে যুক্ত রয়েছে। এই মডিউলে বিভিন্ন ধরনের কর সংক্রান্ত সরঞ্জাম, সরাসরি চ্যাট–এর সুযোগ, সতত গতিশীল আপডেট প্রভৃতি যুক্ত থাকবে। কর সংক্রান্ত জরুরি তারিখ, ফর্ম এবং বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে নিয়মিত আপডেটও করদাতারা এরই মাধ্যমে আয়কর দপ্তরে তাঁদের নথিভুক্ত মোবাইলে পাবেন। যেসব করদাতা এই ধরনের এসএমএস অ্যালার্ট পেতে চান, তাঁদের আয়কর সেতু' মডিউলে মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে বলা হচ্ছে।

চালু হল জিএসটির রেট ফাইন্ডার অ্যাপ

পিআইবি : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি জিএসটি রেট্স ফাইন্ডার' নামে একটি মোবাইল–ভিত্তিক অ্যাপের সূচনা করেছেন। বর্তমানে এই অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে পাওয়া যাবে এবং খুব শীঘ্রই আইওএস ফোনেও পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে জিএসটির হার কত তা জানার জন্য এই মোবাইল অ্যাপটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নেবে। যে কোন স্মার্ট ফোনে এটিকে ডাউনলোড করে তারপর অফলাইনে এটিকে কাজে লাগানো যাবে। একজন ব্যবহারকারী কোন পণ্য বা পরিষেবার নাম ব্যবহার করে জিএসটি–র হার নির্ধারণ করতে পারবেন।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিইসি)–এর পক্ষ থেকেও তাদের পোর্টালে (cbec–gst.gov.in) জিএসটি–র হার খুঁজে বের করার একটি ব্যবস্থা চালু করেছে। কোন করদাতা সিজিএসটি, এসজিএসটি, ইউটিজিএসটি এবং ক্ষতিপূরণ সেস সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য এখান থেকে পেতে পারেন। জিএসটি হারের রেডি রেকনার হিসেবে এগুলি কাজ করবে। এর ফলে, যে শুধুমাত্র করদাতাদের সুবিধা হবে তাই নয়, দেশের যে কোন নাগরিক পণ্য বা পরিষেবার ওপর কি হারে জিএসটি ধার্য করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে পারবেন।

গত ১৪ জুলাই প্রদীপ জ্বালিয়ে পোর্টব্লেয়ারে জিএসটি সংক্রান্ত নানা তথ্য জানাতে বার্তালাপ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন আন্দামান নিকবরের মুখ্যসচিব অনিন্দ মজুমদার। ছবি : পিআইবি

ধর্মীয় অন্নে জিএসটি নেই

পিআইবি : সম্প্রতি গণমাধ্যমে কিছু সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে ধর্মীয় সংস্থার অন্ন ক্ষেত্র' থেকে দেওয়া বিনামূল্যের খাদ্যের ওপরেও জিএসটি ধার্য করা হতে পারে। এই ধরনের সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের জন্য দেওয়া এইসব খাদ্যের ওপর কোন জিএসটি ধার্য করা হবে না। এছাড়াও, বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরদোয়ারা বা দরগা থেকে দেওয়া প্রসাদের ওপরও কোন সিজিএসটি, এসজিএসটি অথবা আইজিএসটি ধার্য করা হবে না। তবে, এইসব প্রসাদের উপকরণ কিছু পণ্যদ্রব্য এবং পরিষেবার ওপরে অবশ্য জিএসটি ধার্য করা হবে। এইসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে চিনি, ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন এবং এইসব উপকরণ পরিবহণের পরিষেবা। যেহেতু, এইসব উপকরণ প্রসাদ তৈরি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, তাই জিএসটি ব্যবস্থায় কোন এক বিশেষ কাজের জন্য চিনি ব্যবহার করলে তার ওপর ভিন্ন হারে জিএসটি ধার্য করা সম্ভব নয়। তাই, কোন ধর্মীয় সংস্থায় প্রসাদ তৈরি করার জন্য বা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে যে সব উপকরণ লাগে তাতে ছা। দেওয়া সম্ভব নয়।

ঘটনা দুর্ঘটনা

বাস নয়ানজুলিতে, মৃত ১

বীরভূম জেলায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলো একজন। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬১ জন। ৪ জুলাই মঙ্গলবার বিকালে সরকারি বাসের সঙ্গে রেষারেষি করতে গিয়ে দেউচা সেতু থেকে ২২ ফুট নীচে নয়ানজুলিতে পড়ে গেলো মুরারই থেকে সিউড়িগামী 'মা তারা' বাস। প্রচন্ডজোরে বৃষ্টি হচ্ছিলো তখন। স্থানীয় বাসিন্দা ও সিভিক ভলান্টিয়াররা উদ্ধার কাজে নামে। অন্যদিকে, মোটরট্রলিতে করে বাড়ি ফেরার পথে সিউড়িগামী সরকারি বাসের ধাক্কায় মারা গেলো একজন। আহত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেকজন। ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আটটা নাগাদ চিনপাই গ্রাম ঢোকার মুখে ৬০নং জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে মারা যায় শেখ আয়ুব (২৭)। বাড়ি চিনপাই পঞ্চায়েতের নারায়নপুর গ্রামে। গুরুতর আহত হয়ে শেখ মুন্না সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

৬ জুলাই সন্ধ্যাবেলায় রামপুরহাটে এক মহিলার নলি কাটা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ আটক করেছে স্বামী সহ দুইজনকে। মৃত মহিলার নাম মালিনী কর্মকার (৫২) । বাড়ি নলহাটি থানার কুশমোড় গ্রামে। রামপুরহাট লোটাস প্রেস মোড় বাসস্টপেজের কাছে একটি বাড়িতে থাকতো মালিনী। দুনিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক নুরুল হকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মালিনী। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, নুরুল এবং নুরুলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও ছেলে প্রায়ই মারধর করতো মালিনীকে। রামপুরহাট থানার পুলিশ এই ঘটনায় নুরুল হক এবং আদিরা বিবি নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করছে।

প্রতিনিধি ● বীরভূম

জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

রবিবার দুপুরে পাড়ার বন্ধুদের সাথে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে প্রায় ১৮ বছরের এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া চ্যাটার্জিহাট থানার তাঁতিপাড়ায়। মৃত যুবকের নাম সোমনাথ সাহা। প্রতিদিনের মতো ঘটনার দিন দুপুরে পাড়ার বন্ধুদের সাথে পুকুরে স্নান করতে নামে সোমনাথ। সাঁতার কাটতে কাটতে আচমকা তলিয়ে যায় সে। ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয়দের সঙ্গে দমকলের কর্মীরা পুকুরে নেমে জাল ফেলে ডুবে যাওয়া সোমনাথকে জল থেকে তুলে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে গেল চিকিৎসকেরা সোমনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে স্থানীয়দের মধ্যে। সাঁতার জানা সত্ত্বেও কি করে সোমনাথ পুকুরে তলিয়ে মারা গেল তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ এই ঘটনায় তদন্তে নেমেছেন বলে জানা গিয়েছে।

কোন্নগরে অপমৃত্যু

শ্রীরামপুরে যুবক খুনের পরের দিনই কোন্নগরের এক যুবক ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটলো। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় পড়ে যাওয়া বাড়ির ছাদে ৬ বন্ধুর সঙ্গে পিকনিক করছিলেন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ জয়ন্ত কর্মকার। পিকনিক চলছিল কোন্নগরের বারোয়ারি তলার বাসিন্দা সঞ্জয় কুন্ডুর বাড়িতে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনার জেরে ৬ বন্ধুকে গ্রেফতার করে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। জয়ন্তর পরিবারের অভিযোগ তার বন্ধুরাই জয়ন্তকে ধাক্কা মেরে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিল। কারণ জয়ন্তর দুটি মোবাইল নিচে না পড়ে কি করে সঞ্জয়ের হাতে থাকে তা নিয়েই ওঠে প্রশ্ন স্থানীয়দের মধ্যে।

এলাকা দখলের লড়াই

একই জ্ঞাতিভুক্ত দুই পরিবারের বিবাদের জেরে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করেই চলল বোমাবাজি খুন খারাপি। পাটনার বাসিন্দা আকাশ সিং এবং দীপক সিং এর দুটি পরিবারের মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই বহু বছর ধরেই চলে আসছে। আর তার জের এসে পড়েছে সালকিয়া মালি পাঁচঘড়ার ধর্মতলা লেনেও। দুদিন আগে এই এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে দুটি গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন মারামারি গুলি গোলাতে। আকাশ সিং তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দীপক সিং এর উপরে। দীপক সিং এবং পাপ্পু সিংকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আকাশ সিং। গুলি লাগে দীপক সিং এর পেটে এবং পাপ্পু সিং–এর গায়ে। পাপ্পু সিংকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও দীপক সিং–এর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয় বলে জানা যায়। ফলে এই ঘটনার জেরে এলাকায় শুরু হয়েছে আতঙ্ক। দুটি পরিবারের নিজেদের ঝামেলা কেন বাইরে বেরিয়ে আসবে, কেন সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা ভয়াবহ হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক দুই ব্যক্তি বলেন বিহারের পারিবারিক অশান্তি কেন টেনে বাংলায় নিয়ে আসা হবে সেই প্রশ্নও ইতিমধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছে এলাকার শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে।

প্রতিনিধি ● হাওড়া

বাসন্তীতে বোমাবাজি

গত সোমবার সকালে হঠাৎই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বোমাবাজী গুলি চালালে জখম হয় স্থানীয় সাতজন বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ ক্ষিরীশখালি গ্রামে। চলে দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর। আহত হয় সাতজন। ধরা হয়েছে একজনকে।

বজ্রপাতে মৃত্যু

গত শুক্রবার দুপুরে বাড়িতে মৎস্যজীবী নিরুপম মান্ডি (৪২) মাছ দরার জাল মেরামত করার সময় হঠাৎই বজ্রপাতে মৃত্যু হয় তার। জখম হয় সুকুমার গুড়িয়া নামে একজন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথর প্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ গ্রামে। প্রতিনিধি ● দঃ ২৪ পরগনা

জীবন যন্ত্রণা

স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে চিঠি

হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নতির লক্ষ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বীরভূম জেলার একমাত্র কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদ। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, নলহাটি ২ নং ব্লকের শীতলগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রামপুরহাট ২ নং ব্লকের দুনিগ্রাম ও তারাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বহুদিন ধরে অবহেলিত ও পুরোপুরি বন্ধের মুখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮ জুলাই ২০১৪ সালে শীতলগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী চিকিৎসকের দাবিতে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলো গ্রামবাসীরা। ১৯৯৪ সালে তারাপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে জনদরদী চিকিৎসক অভিজিত রায়চৌধুরির বদলি রুখতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে সেইদিন অকালে ঝরে পড়েছিলো তিনটি তরতাজা যুবকের প্রাণ। ২৩ বছর আগের সেই স্মৃতি আজও বয়ে বেড়ায় গ্রামবাসীরা। রামপুরহাট ২ নং ব্লক ও নলহাটি ২ নং ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা চিঠিতে লিখেছেন মিল্টনসাহেব। মাড়গ্রাম এক বিখ্যাত গ্রাম। জনসংখ্যা প্রায় ৪৫–৫০ হাজার। মাড়গ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবহারযোগ্য নয়। তাই সেটিকে মডেল স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা উন্নতমানের হাসপাতালে উন্নতি করার কথাও লিখেছেন মিল্টন সাহেব।

জঙ্গল বাঁচাতে স্বেচ্ছাশ্রম

জল জঙ্গল বাঁচাতে ২ জুলাই বামনিবহাল গ্রামে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে জঙ্গলের নালা সংস্কার করলো বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামের আদিবাসীরা। ৩০ জুন সকাল থেকে নারায়ণপুর জঙ্গলে জল ধরে রাখতে কোদাল, গাইতি, ফাওড়া হাতে পুরুষ মহিলা নালা সংস্কার করে। নার্বাডের সহযোগিতায় রাজনগর গ্রাম সহায় কেন্দ্রের উদ্যোগে বিষয়টি দেখভাল করা হয়। প্রতিনিধি ● বীরভূম

আচার–অনুষ্ঠান

বাস ডিপো উদ্বোধন

অভীক মিত্র : ৭ জুলাই শুক্রবার বিকালে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির হাটজনবাজারে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন নিগমের ১৪তম বাস ডিপোর উদ্বোধন করলেন পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১.২০ একর জমিতে তৈরি হয়েছে ডিপোটি। অনুষ্ঠানে পরিবহনমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, পরিবহন সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মন্ডল, সিউড়ির বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বরা । পরিবহনমন্ত্রী এইদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সিউড়ি – কলকাতা, সিউড়ি – মালদা (ভায়া মুরারই), সিউড়ি – লালগোলা রুটের তিনটি বাসের উদ্বোধন করেন। রামপুরহাট ডিপো নির্মাণের কাজও চলছে।

বৈশ্য সমাজের মিলন উৎসব

সুভাষচন্দ্র দাস : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং এর চপলা গেস্ট হাউসে গত রবিবার সকালে অনুষ্ঠিত হল সপ্তম বর্ষের 'ক্যানিং রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজ'–এর মিলন উৎসব। রবিবার সকালে প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে 'কিশোরীলাল শা' মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা

করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, মাতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা, মাতলা ২ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, বিহারের ডিজি (পাটনা) অশোক কুমার গুপ্তা, অখিল ভারতীয় রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজের সহ সম্পাদক রাজীব গুপ্তা (দিল্লি), সঞ্জয় গুপ্তা, বিজয় গুপ্তা, হেমন্ত গুপ্তা (রাঁচি) সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এদিন রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজ মিলন সভার আলোচনা মঞ্চ থেকে নানা উন্নয়ন মূলক কাজের কথাও ঘোষণা করা হয়। ক্যানিং রৌনিয়ার মিলন সভার প্রেসিডেন্ট তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ লোকনাথ সা জানান আমাদের ভারতবর্ষে নানান জাতির বসবাস এবং প্রত্যেকের নির্দিষ্টভাবে একটি করে ধর্ম আছে। আমাদের রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজ তার মধ্যে একটি। আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কাছে রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজের মূল ভাবধারা পৌঁছে দিতে চাই। এদিন অনুষ্ঠান শেষে উৎসব কমিটির সম্পাদক সুদাম শা, ক্যানিং রৌনিয়ার মিলন সভার প্রেসিডেন্ট তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ লোকনাথ শা জানান আমাদের ভারতবর্ষে নানান জাতির বসবাস এবং প্রত্যেকের নির্দিষ্টভাবে একটি করে ধর্ম আছে। আমাদের রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজ তার মধ্যে একটি। আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কাছে রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজের মূল ভাবধারা পৌঁছে দিতে চাই। এদিন অনুষ্ঠান শেষে উৎসব কমিটির সম্পাদক সুদাম শা, ক্যানিং রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজের সভাপতি দিলীপ শা এবং অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা গোপাল শা সাংবাদিকদের জানান ''সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজের শান্তির বাণী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তার জন্যই আমাদের এই মিলন সভা।

পাথরপ্রতিমায় ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ, অভিযুক্ত সিপিএম নেতার ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা, ১২ জুলাই: অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণে নাম জড়াল সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে ও তার দলবলের। ধর্ষণের পর নির্যাতিতাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মুখ না খোলার জন্য হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। পরে আশঙ্কাজনক ওই ছাত্রীকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার অচিন্ত্যনগরের কামদেবপুরে। গণধর্ষণে মূল অভিযুক্ত স্থানীয় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য কাজল চক্রবর্তীর ছেলে রমেন চক্রবর্তী–সহ একাধিক স্থানীয় যুবক। পুলিশ গণধর্ষণ ও পকসো আইনের ৪ ও ৫ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয় সিপিএম নেতা সত্যরঞ্জন দাস বলেন, ঘটনাটি জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখছি। কেউ এই জঘন্যতম অপরাধ করে থাকলে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।' সুন্দরবন জেলার পুলিশ সুপার তথাগত বসু বলেন, নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্টও দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

নির্যাতিতার দাদার অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে একটি সাইকেল চুরির ঘটনা। নির্যাতিতার এক দাদা মাস ছয়েক আগে একটি সাইকেল চুরি করলে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলে একটি সালিশি সভা ডাকে। স্থানীয় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য কাজল চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে সেই সালিশি সভা হয়। সেই সভায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় ওই পরিবারকে। টাকা দিতে না পারায় জোর করে চাষের জমি লিখিয়ে নেওয়া হয়। সেই ঘটনা নিয়ে থানায় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ হয়। তখন থেকে আমাদের পরিবারকে টার্গেট করা হয়। এদিন সেই অভিযুক্তরা বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। রাতে বোন বৌদির বাড়িতে না যাওয়ায় আতঙ্কে ছিলাম। স্থানীয় বাজারেও অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়। কামদেবপুরের বাসিন্দা ওই ছাত্রীর পরিবার কৃষিজীবী। স্থানীয় কামদেবপুর হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে ওই ছাত্রী। এদিন স্থানীয় বনশ্যামনগরে বৌদির বাপেরবাড়িতে যাবে বলে বেরিয়েছিল ছাত্রী। সন্ধ্যে নাগাদ ছাত্রীর দাদা বিরাটবাজারের ফেরিঘাট পর্যন্ত নৌকাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যান। অভিযোগ, তখন থেকেই ছাত্রীকে ফলো করছিল অভিযুক্তরা। ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্তরা নৌকায় ওঠে। বনশ্যামনগর ঘাটে নামা মাত্র ছাত্রীকে জোর করে নদীবাঁধে তুলে নিয়ে যায় জনা ৬ যুবক। তারপর পাশের জঙ্গলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। রাত দেড়টা নাগাদ জনা ৬ যুবক ছাত্রীকে বাড়িতে বিধ্বস্ত অবস্থায় পৌঁছে দিয়ে যায়। অভিযুক্তরা বিষয়টি প্রকাশ্যে না আনার জন্য প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

বসিরহাটের ঘটনা বিভেদের রাজনীতির ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনতা দল (ইউনাইটেড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ৮ জুলাই ২০১৭ কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজ হলে দলের 'জনজাগরণ কর্মসূচি'র অঙ্গ হিসাবে এক সভার আয়োজন করে। এই সভায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গুলাম রসুল বালিয়াবি প্রাক্তণ সাংসদ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বসিরহাটের ঘটনা বিভেদের রাজনীতির ফল, এই বিভেদের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিপদের সঙ্কেত, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তিনি বলেন তুষ্টি করণের রাজনীতির ফলেই এত বাড়বাড়ন্ত। তিনি সৌভাতৃত্ব এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল জনগণের কাছে অনুরোধ করেন। দুষ্কৃতকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

এই সভায় দলের রাজ্য কমিটির কনভেনর অশোক দাস 'জন জাগরণ কর্মসূচির' ৯ দফা দাবি সম্বলিত দাবিপত্র

প্রকাশ করেন। তার মধ্যে অন্যতম দাবি হল, পশ্চিমবঙ্গকে সম্পূর্ণ মদমুক্ত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা।

তিনি আরও বলেন দার্জিলিংকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে চক্রান্ত চলছে তাকে ব্যর্থ করতে হলে দলমত নির্বিশেষে সকল রাজ্যবাসীকে একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদ করতে হবে। এই সভা থেকে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়।

সমাজসেবায় ব্রতী বাওনওয়ালা সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার বাওনাওয়ালা সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ৯ জুলাই পরিষদ ভবন এর সামনে সমাজকল্যাণ অনুষ্ঠান হয়। সামাজিক ও দুঃস্থ অসহায় মানুষদের সাহায্যে এই সংগঠন নোদাখালি অঞ্চলে নজির সৃষ্টি করেছে।

সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী মাননীয় গিয়াসউদ্দিন মোল্লা পরিষদ ভবনটি উদ্বোধন করে বলেন এই পরিষদ ভবন থেকে আজকে বিনামূল্যে ইসিজি, হার্ট চেকআপ ও সুগার পরীক্ষা করেছে এবং গ্রামে পানীয় জলের জন্য টিউবকল ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

টিউবকল ও অ্যাম্বুলেন্সটি এই সংস্থাকে দান করেন এমকে ডিস্ট্রিবিউটার্সএর কর্ণধার মিহির কুমার রায়। ডা. তরুণ রায় ওই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ গুপ্তা, বজবজ–২ এর ব্লক সভাপতি স্বপন রায়, ভারত গ্যাস এর কর্ণধার লক্ষ্মীনারায়ণ সহ এদিন সকালে পরিষদ ভবনের সামনে থেকে একটি বিশাল শোভা যাত্রা পথ পরিক্রমা করে। এই শোভা সর্বধর্মের সেবানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন, মওনালা মহঃ ইলিয়াস সাহেব রায়পুর, ফাদার রেভারেন্ড সুদীপ্ত সরকার ঘড়িবেড়িয়া ও বনশ্রী ভান্তে শাক্যমণি, বিহার বৌদ্ধিস্ট।

এছাড়া এলাকার ৪টি মন্দির ও ২টি মন্দির–এর প্রতিনিধি সহ ২০ জন শিক্ষক ও ১৫ জন চিকিৎসক।

পরিষদের চেয়ারম্যান ও অ্যাডভোকেট শেখ মুজিবর রহমান, সেক্রেটারী বিশ্বজিৎ দাস–এর কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য।

বজবজ বালিকা স্কুলে বিজ্ঞান মেলা

দীপক ঘোষ : ৫ জুলাই বজবজ অবর বিদ্যালয় বজবজ চক্র উদ্যোগে বজবজ ১ নং ব্লক ও বজবজ, পূজালী পুরসভার সাহায্যে এতদঅঞ্চলের ২৬টি উচ্চ বিদ্যলয়ের সপ্তম, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী নিয়ে অনুষ্ঠিত হল একদিনের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রদর্শনী মেলা ও প্রতিযোগিতা বিষয় ছিল জল ও বায়ু দূষণ। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ২৪টি বিদ্যালয়, অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বজবজ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মানস দাস। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মৃণাল মুখার্জী, সাহিত্যিক বিমল পন্ডিত। অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সাহায্য করে বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টার। জল ও বায়ুদূষণের উপর মডেলের মাধ্যমে দর্শকদের দূষণের বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন ছাত্রছাত্রীরা। প্রথম স্থান অধিকার করে রাজা রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ২য় স্থানে বলরামপুর নন্দরামপুর ৩য় স্থানে ঘড়িবেড়িয়া সারদা বিদ্যাপীঠ।

নেচার স্টাডি সেন্টারের পক্ষে জয়দেব দাস জানান ''বিজ্ঞানকে বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বাইরের জগতের সাথে মিলিয়ে চলাই এই প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।''

প্রদর্শনীতে কম খরচে দেশি এসি মেশিনের মডেল বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বিজেপির

সব্যসাচী সান্যাল : গত ৮ জুলাই বিজেপির রাজ্য অফিস থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বসিরহাট, বাদুড়িয়ায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের সময় মতো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং গোষ্ঠী সংঘর্ষে লিপ্ত বহিরাগত দুষ্কৃতীদের তান্ডবে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রতিবাদেও রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চেয়ে কয়েক হাজার মানুষের এক বিরাট মিছিল সংগঠিত হয়।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া ও হাওড়া থেকে বহু বিজেপি সমর্থক মিছিলে যোগদান করে। ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবক যুবতীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের বহর আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির পালে হাওয়া লাগার সম্ভাবনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল।

বিজেপি নেতারা বলেন, রাজ্যে বেড়ে চলা গোষ্ঠীসংঘর্ষ, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র ভর্তি নিয়ে অরাজকতা, তৃণমূলীদের দাদাগিরিতে মানুষ আজ অতিষ্ট। পরিত্রাণের জন্য মানুষ বিজেপিকে মনে প্রাণে চাইছে। প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বারবার নির্দেশ সত্ত্বেও তৃণমূল দলের মধ্যে তোলাবাজির জন্য এলাকা দখলের লড়াই থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে সারদা–নারদা নিয়ে সিবিআই, ইডির আধিকারিকদের তৃণমূল দলের নেতৃস্থানীয়দের নতুন করে দীর্ঘ জেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। এর বহি:প্রকাশ দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক সভায়। কেন্দ্র ও রজ্যের সম্পর্কের আবনতির জেরে রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়ুক কেউ চায়না। এদিকে ত্রিপুরায় তৃণমূল দলের সমস্ত বিধায়ক পদত্যাগ

করে ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করে বসায় সর্বভারতীয় পরিপেক্ষিতে তৃণমূল দলের বিড়ম্বনা বেড়ে গেছে। তবে একটা জিনিস দেখে ভাল লেগেছে বসিরহাটের হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণীর মানুষরা দলমত নির্বিশেষে শান্তি মিছিল বের করেছে এবং নতুন করে কোন রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ আর চাইছে না।

বিজেপি দাঙ্গা বাধাতে চেষ্টা করছে ঃ অভিষেক

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভা কুলতলিতে সারলেন সাংসদ ও রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। এদিন বিকেল ৩টে নাগাদ কুলতলির জামতলা হাইস্কুলের মাঠে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ও মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতারা।

অভিষেক বলেন কুলতলি একটি নড়বড়ে জায়গা বলেই জানতাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কুলতলি একটি শক্ত ঘাঁটি। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিশ্চিত ভাবে আমরা জিততে চলেছি। একটি আসনও বিরোধীরা পাবে না। আজ বিরোধীরা যে কথা বলছে তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো তিনি রাজ্যের জন্য অনেক কিছু করেছেন এবার একটি ছানি অপারেশন হাসপাতাল খুলুন। কারণ বিরোধীদের ছানি অপারেশন করাতে হবে। ওরা দেখতে পাচ্ছে না উন্নয়নগুলো। সিপিএম ছদ্মবেশী। সেখান থেকে সদস্যরা ঢুকছে পদ্মবেশীতে। একজন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন সেই সূর্যকান্ত মিশ্র নারায়ণগড়ে গো হারান হেরে গেলেন। ৩৫ বছর ধরে রাজ্যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান বা কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়নি। আমদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি ৬০টি দেশের থেকে প্রথম পুরস্কার নিয়ে এসেছেন তাঁর কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে।

অভিষেক আরও বলেন, সিবিআই আর ইডি দেখিয়ে জয়ললিতা, মুলায়ম ও লালুকে ভয় দেখানো যায়। কিন্তু মমতাকে ভয় দেখানো যাবে না। তিনি রীতি মতো তুলোধনা করেন বিজেপিকে। হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়ে দিচ্ছে। আমরা ভাই ভাই । এর যোগ্য জবাব আমরা আগামী পঞ্চায়েতে দেব। ভারতবর্ষ ও বাংলায় এরা সন্ত্রাস চালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা তা হতে দেবো না। মমতা বন্দোপাধ্যায় জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করছেন।

এরপর তিনি বলেন পুরনো যারা তৃণমূল করতো তারা দুঃসময়ের বন্ধু। তাদেরকে প্রতিটি বুথ থেকে খুঁজে বার করে ফের দলে যোগদান করাতে হবে। যারা ২১ জুলাই সম্পর্কে জানে না তারা যোগদান করবেন না। কারণ ভাষা আন্দোলনে যেমন ওপার বাংলাকে চেনে ঠিক তেমন এপার বাংলাকে চেনে ২১ জুলাই দিয়ে। এবার ২১ জুলাই হবে ধর্মতলায় জনসমুদ্র।

২১ জুলাই–এর প্রস্তুতি মোটা শিবতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২১ জুলাইকে সামনে রেখে গত রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের জয়হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। নিশ্চিন্দা থানার মোটাশিবতলার এদিনের পথসভায় হাজির ছিলেন নিশ্চিন্দা বসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য প্রাক্তন শিক্ষক তপন চৌধুরী। লিলুয়া চক পাড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মহীতোষ গাঙ্গুলি সহ আরও অনে

গৃহ নির্মাণের টাকা আত্মসাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় এক আদিবাসী মহিলার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহ নির্মাণের ৪০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠলো সস্ত্রীক তৃণমূল নেতাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে। তৃণমূল পরিচালিত ভুরকুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারডাঙ্গাল গ্রামের পেশায় দিনমজুর আদিবাসী মহিলা রুপালি কোড়া। স্বামী বাইরে কাজ করেন। বাড়ি করে দেওয়ার নাম করে ৪০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠে পঞ্চায়েত সদস্য মর্জিনা বিবি, স্বামী তথা তৃণমূল বুথ সভাপতি শেখ গুলজার ও তৃণমূলকর্মী শেখ নওহারের বিরুদ্ধে। বীরভূম জেলার জেলাশাসক, সিউড়ি –১ নং ব্লকের বিডিও –র কাছে তিনজনের নামে লিখিত অভিযোগ করেন রুপালি। দ্বিতীয় কিস্তির ৩৮০০০ টাকা অবশ্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসে।

ব্যাঙ্ক ঋণ আদায়ে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা হুগলি জেলাতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রায় ২৪ টি শাখা আছে। প্রায় ৮০০ জন ঋণগ্রহীতা এই ব্যাঙ্কে সময়মত ঋণ পরিশোধ করছেন না। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জেলা কো – অর্ডিনেটর রূপক ভট্যাচার্য জানান, এই ঋণগ্রহীতারা যাতে সময়মত ঋণ পরিশোধ করেন তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কর্মীরা ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ, ভাস্তারা, চুঁচুড়া – মগরা ব্লকের সুগন্ধ্যা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল করে যান এবং ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সময়মত ঋণ পরিশোধে সচেতন করার জন্য গান্ধীগিরী দেখিয়ে গোলাপ ফুল দেওয়া হয়। এই মিছিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের চুঁচুড়া শাখার চিফ ম্যানেজার শাশ্বতী গুপ্ত বাগচী সহ ব্যাঙ্কের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ ছিলেন।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতে খবর পেয়ে চাইল্ড লাইন ও পুলিশ জীবনতলা থানার হোমরা পলতা গ্রামে অভিযান চালিয়ে বন্ধ করল এক নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে। স্থানীয় সূত্রের খবর, কৃষক

গোলক কামালের নাবালিকা কন্যা ময়না কামালের সঙ্গে বিয়ের তোড়জোড় চলছিল জীবনতলার নাগরতলা গ্রামের দিনমজুর বিষ্ণু ঘরামির। মদত ছিল দুই পরিবারের। গ্রামবাসীদের অভিযোগে অভিযানে নামে চাইল্ড লাইন ও থানা। দুই পিতা মুচলেকা দিলে রেহাই মেলে তাদের।

রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার দুপুরে ভক্তি খাটুয়া নামে ৫৫ বছরের এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ক্যানিং মহকুমা

হাসপাতালে। দিঘীর পাড় অঞ্চলের কুমারসা পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ভক্তি ওইদিন দুপুরে ভর্তির প্রায় আধ ঘন্টা পর মারা যান। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে উত্তেজিত মৃত রোগীর পরিবারে সদস্যরা রোগী সহায়তা কেন্দ্রের অফিস ঘরের জিনিসপত্র সহ চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার ভাঙচুর করে। ক্যানিং থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বারাসত অন্তর্গত ৩৫ নং জাতীয় সড়ক মরণ ফাঁদ

বিপদের রাস্তায় পথ পেরোনোই দায়

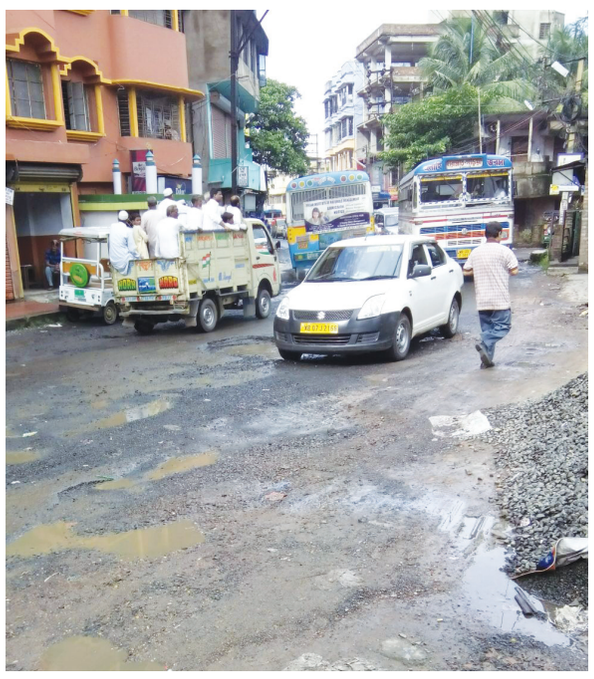

পার্থ ঘোষ

এ এক চরম দূর্বিষহ অবস্থা। বারাসত শহরের বুক চিরে ৩৫ নং জাতীয় সড়কের বর্তমান বেহাল অবস্থায় প্রাণান্তকর অবস্থা হচ্ছে সাধারণ মানুষের। এই সড়কের চাঁপাডালি মোড় থেকে ২ কিমি পর্যন্ত পৌঁছলে হাটখোলা মোড়ের কাছে রাস্তার অবস্থা সাংঘাতিক আকার নিয়েছে। বারাসত পুরসভার অন্তর্গত ২৬ নং ও ২৮ নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থলের এই সড়ক দিয়ে মানুষের গন্তব্যের চাহিদা থাকে অপরিসীম। কিন্তু চাঁপাডালি মোড় থেকে ডাকবাংলো মোড় পর্যন্ত ২ কিমি রাস্তা পার হতে সময় লাগছে প্রায় ৪৫ মিনিট। এমনিতেই বারাসত হাসপাতাল থেকে মুমূর্ষু রোগীদের প্রতিমুহূর্তেই নিয়ে যেতে হয় আরজিকর বা মেডিকেল কলেজে। সেক্ষেত্রে রোগীদের নিয়ে পথ পেরনো এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল, কলেজ বা অফিস টাইমে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী সকলেই প্রতিদিনের এই নাজেহাল অবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করছেন।

বর্তমানে বর্ষায় এখন রাস্তায় চাই উঠে সেখানে পুকুরের আকার নিয়েছে। চরম যানজট তৈরি হয়েছে ৩৫ নং জাতীয় সড়ক জুড়ে। বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'অতিরিক্ত বর্ষার ফলে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাটি জাতীয় সড়কের আওতাধীন হলেও আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি।' দ্রুত পরিস্থিতির সমাধান হয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল ফিরে আসার অপেক্ষায় এখন সকলে।

গঙ্গা পারাপারে ভদ্রেশ্বর বাবুঘাট এখন মডেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ায় জীর্ণ জেটি ভেঙে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনায় নড়ে বসেছে প্রশাসন। যাত্রী সুরক্ষায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়ে নজির সৃষ্টি করেছে ভদ্রেশ্বর বাবুঘাট। তেলিনীপাড়ায় দুর্ঘটনার আগেই বসেছিল সিসি ক্যামেরা। এবার 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর'

মেনে আরও কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছেন ঘাট কর্তৃপক্ষ। ভুটভুটিতে উঠলে এখন সব যাত্রীকে গায়ে গলিয়ে নিতে হচ্ছে লাইফ জ্যাকেট। ভুটভুটিতে রাখা হচ্ছে টিউব। গঙ্গার জলে রাখা হয়েছে বয়া। এরই পাশাপাশি নৌকা ছাড়ার আগে যাত্রী সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে চলছে কড়া নজরদারি। এমনকি জোয়ারের সময় পারাপার বন্ধ রাখার জন্য মাইকে সচেতন করা হচ্ছে যাত্রীদের। রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও। গোটা ঘাটটিকেই করে তোলা হয়েছে নো স্মোকিং জোন। রয়েছে ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা। এছাড়া ভদ্রেশ্বর বাবুঘাটে রাখা একটি লঞ্চে যাত্রীরা নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবেন। এটা ছিল এখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। ভদ্রেশ্বর বাবুঘাট দিয়ে প্রতিদিন প্রায় দশ হাজারেরও বেশি যাত্রী গারুলিয়া যান জলপথে। চলে কম–বেশি তিনটি ভুটভুটি। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায় বলেন, নদীপথে যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য আস্তে আস্তে ভুটভুটি তুলে লঞ্চ চালানো হবে।

দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে সেই লক্ষ্যেই কাজ এগোচ্ছে। ভদ্রেশ্বরের তেলিনীপাড়া অঞ্চলে দুর্ঘটনার জন্য এটি ছাড়া সব কটি ফেরিঘাট বন্ধ রয়েছে। এই ঘাট দিয়ে প্রচুর মিলের শ্রমিকরা যাতায়াত করেন। রাজ্য সরকার প্রত্যেকটি ফেরিঘাটে যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং' বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি ঘাটে সিসি ক্যামেরাও বাধ্যতামূলক। এই ফেরিঘাটটিকে নতুন সংস্কার করে লোহার জেটি তৈরি হয়েছে। এমনকি জেটিতে ওঠার ক্ষেত্রে যে সেতু রয়েছে সেটিও হয়েছে লোহার। ভুটভুটি করে নদী পারাপারে এখন কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এখনও নৌকায় ৮০ জনের বেশি যাত্রী না তোলার নির্দেশ থাকলেও অনেক সময় তা ছাপিয়ে যাচ্ছে। তার উপর নৌকায় মালও তোলা হচ্ছে। আবার অনেক যাত্রী লাইফ জ্যাকেট পড়তেও নারাজ। ঘাট কর্তৃপক্ষ তাই সরকারের ব্যবস্থার পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীদের সহযোগিতারও দাবি জানিয়েছেন।

পেটে লাথি নষ্ট গর্ভস্থ সন্তান

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ক্যানিং এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুর পেটে লাথি মেরে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হওয়া ১১ জুলাই অভিযোগ দায়ের হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানায়। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার তালদি উত্তরপাড়া গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গত ১০ জুলাই মাসীর বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার সময় শ্যামল মন্ডল, সুধীর মন্ডল, আশ্বীনে মন্ডল, পাঞ্চালী, সম্পা, কমলা মন্ডলরা সন্ধ্যা মন্ডল এবং প্রতিমা মন্ডল(নস্কর) কে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। প্রতিমা দেবীকে মাটিতে ফেলে একাধিকবার পেটে লাথি মারায় তাঁর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয় বলে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ করেন (কেস নং ৪৫৯/১৭)। প্রতিমা দেবী ৩ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকরা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর ডাক্তার বাবুরা প্রতিমাদেবীকে গর্ভপাত করান। ক্যানিং থানা প্রথমে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলেও পরে অভিযোগ নেন। বিছানায় শুয়ে প্রতিমা দেবী জানান – ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়া সত্ত্বেও আসামীরা বহালতবিয়েতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক আগে, আমার প্রথম সন্তান যারা নষ্ট করেছে তাদের কঠিন শাস্তি চাই। প্রতিমা দেবীর স্বামী রাকেশ মন্ডল এবং তাঁর মা সন্ধ্যা মন্ডল এর অভিযোগ যারা এমন সর্বনাশ করেছে তারা আবার প্রাণে মারার হুমকি ও দিচ্ছে। প্রতিমা দেবীর পরিবারের সকলেই প্রাণ হানির আশাঙ্কায় ভুগছেন।

মথুরাপুর ব্লক হাসপাতাল চত্বর থেকে ১০টি ছোট বড় বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল পুলিশ প্রশাসন ১৪ জুলাই মথুরাপুরের ওসি শিবেন্দু ঘোষের উপস্থিতিতে। এরপর ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে এ বিষয় নিয়ে তারা বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামবে।

আত্মঘাতী ছাত্রী

মেহেবুব গাজী, কাকদ্বীপ, ১২ জুলাই: পাত্র ও পাত্রী দু'জনেই কমবয়সী। তাই বিয়েতে রাজি হয়নি পরিবার ও প্রতিবেশীরা। বিষয়টি নিয়ে নাবালিকা ছাত্রীর গ্রামে বসে সালিশি সভাও। সেই সালিশিসভার পর ছাত্রী গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হল। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের বিশালক্ষ্মীপুর কাছারিবাড়িতে। আত্মঘাতী ছাত্রী তনুশ্রী দলুই স্থানীয় রাজনগর শ্রীনাথ গ্রাম বাণী বিদ্যাপীঠে পড়ত। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিন সকালে ছাত্রীর মা বাইরে বেরিয়েছিলেন। তনুশ্রী ঘরে একা ছিল। এইসময় ঘরের মধ্যে নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে তনুশ্রী। যন্ত্রণায় জলন্ত তনুশ্রী বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা এসে আগুন নিভিয়ে তাঁকে তড়িঘড়ি কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রায় ৯০ শতাংশ দগ্ধ ছাত্রীকে কলকাতায় রেফার করা হয়। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে আমতলার কাছে মৃত্যু হয় তনুশ্রীর। পরে সেই দেহ ফিরিয়ে আনা হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। এদিন বিকেলে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তনুশ্রী অভাবী পরিবারের মেয়ে। বাবা রবীন দলুই পেশায় ভিন রাজ্যে কর্মরত শ্রমিক। সম্প্রতি কেরলে কর্মরত। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকত তনুশ্রী। দুই ভাই–বোনের মধ্যে তনুশ্রী বড়। কয়েক মাস আগে ফোনের মাধ্যমে ফলতার এক তরুণের সঙ্গে আলাপ হয়। আলাপ থেকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুই পরিবারও এই প্রেমের বিষয়টি জানত। কিন্তু কোনও পরিবারের আপত্তি ছিল না। সোমবার সকালে হঠাৎ করে ওই তরুণ ছাত্রীর বাড়িতে চলে আসে। দু'জনেই বিয়ে করবে বলে স্থির করে। কিন্তু দু'জনেই নাবালক–নাবালিকা হওয়ায় বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি জানায় ছাত্রীর মা। এরপর তরুণের পরিবারকে ডেকে পাঠানো হয় ছাত্রীর বাড়িতে। মঙ্গলবার তরুণের মা, দাদা–সহ কয়েকজন আসেন ছাত্রীর বাড়িতে। এদিন সন্ধ্যেয় এই বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গ্রাম্য সালিশিও হয়। কিন্তু কমবয়সী এই বিয়েতে কেউ সায় দেয়নি। বিয়েতে সায় না দেওয়ায় ছাত্রী ভেঙে পড়ে। বুধবার সকালে ছাত্রীর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

২০০৮ সাল থেকে ডাঃ হারবার ভারত সেবাশ্রম সংঘ সরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে মহিলাদের সিল্ক ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সেই কেন্দ্র ঘুরে দেখলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সরোজগার দফতরের মন্ত্রী সাধন পান্ডে ১৪ জুলাই

মহানগরে

এখনও বর্ষা পুরোপুরি কামড় দেয়নি। তাতেই বেহাল তারাতলা। ছবি : অরুণ লোধ

খিদিরপুরে তড়িদাহতে ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মাসে দক্ষিণ কলকাতার খিদিরপুর এলাকার ৭৭ নম্বর পুর ওয়ার্ডে বৃষ্টির জমা জলে রাস্তার বিদ্যুৎ স্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়ে দুর্ঘটনায় মৃত দুই ব্যক্তির পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে কলকাতা পুরসংস্থা। গত ১২ জুলাই পুর অধিবেশনে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, ঘটনাটি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কলকাতায় মহানগরীতে কেবল পুরসংস্থা একাই আলোর ব্যবস্থা করে। সিইএসসিও এই কাজটি করে থাকে। অআর ওই ঘটনার সঙ্গে কলকাতা পুরসংস্থার আলো দফতরের কোনও সম্পর্ক নেই। তবুও বলি ঘটনাটি যখন কলকাতায় ঘটেছে আর রাজ্য সরকারের 'বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর' থেকে যখন কোনও সাহায্য পৌঁছোয়নি, তখন কলকাতা পুরসংস্থা ওই দুই পরিবারকে অর্থ সাহায্য করবে।

লায়েলকাও এবার থেকে পরিস্রুত পানীয় জল দেবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার গলফগ্রিন, বিজয়গড় ও নাকতলা এলাকায় দীর্ঘদিনের পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যোগে ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের লায়েলকা অঞ্চলে 'লায়েলকা বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে'র উদ্বোধন হল। গত ১২ জুন সন্ধ্যায় স্টেশনটি দ্বারোদ্ঘাটন করলেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পূর্ত, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি জঞ্জাল ও টালিনালা দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ১০ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ তপন দাশগুপ্ত। পুর জল সরবরাহ দফতর সূত্রে খবর, প্রকল্পটি নির্মাণে পাইপ লাইনসহ মোট ব্যয় হয়েছে ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জলাধারে জলধারণ ক্ষমতা ১৮ লক্ষ গ্যালন। দৈনিক ১৮৫ মিলিয়ন জল উৎপাদনে ক্ষমতা সম্পন্ন গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে এখানে জল আসবে। উপকৃত হবে ৯৫, ৯৬ ও ৯৯ নম্বর এলাকার কয়েকলক্ষ পুরবাসী। এরই সঙ্গে এত দিন ওই তিন ওয়ার্ডে যে সমস্ত 'বিগ ডায়ারে'র মাধ্যমে ভূগর্ভের পানীয় জল যেত সেগুলি আপাতত সিল করে দেওয়া হল। মহানাগরিক এদিন জানান। টালিগঞ্জ এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে তারাতলার মোড় থেকে একটি 'ডেডিকেটেড পাইপ লাইনে'র কাজ আগামী ছয় থেকে আট মাসের সম্পন্ন হবে। সমীক্ষার কাজ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে উদ্বোধন করছেন কলকাতার মেয়র। –নিজস্ব চিত্র

উত্তর দিচ্ছেন অরিন্দম

ছেলেটা কেমন পাল্টে গেল ওর হাত থেকে বাঁচান

প্রশ্ন ৩ :

আমার একমাত্র ছেলে পলাশ ছোটবেলায় খুব ভাল ছিল, আমার স্বামী রিকশা চালায়, আমি লোকের বাড়ি কাজ করে ছেলেকে মানুষ করছিলাম। কিন্তু যখন ছেলে ষোল বছরে পদার্পণ করে, তখন ওর মধ্যে নানা রকম অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখতে পাই। বর্তমানে সে আমার ঘরের সব জিনিস,আলমারি ভেঙে আমাকে ও আমার স্বামীকে লোহার রড, কখনও ছুরি দিয়ে খুন করতে চাইছে, রাস্তার কুকুর চেঁচালেই ওদের গলা ছুরি দিয়ে কেটে মেরে ফেলছে। আমার অভিযোগের ফলে আমার ছেলেকে পুলিশ ২ বার অ্যারেস্ট করে কোর্টে পেটি কেস দিয়ে পাঠালে কিছু টাকা ফাইন দিয়ে সেদিনই বাড়ি চলে এসে তাণ্ডব শুরু করেছে। আপনি আমাদের ওর হাতে খুন হওয়া থেকে বাঁচান আর আমার সন্তানকে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

উত্তর ৩ :

মায়ের আর্তনাদের ফলে এর আগে তাঁর পাগল ছেলের হাত থেকে জন্য u/s 290 IPC ধারায় কেস করে দুবার courtএ পাঠায় এই সাথে আদালত থেকে সে ছাড়া পেয়ে যায়।

এই ধরনের পাগলদের জন্য mental health Act 1987–এ খুব প্রথমে এই আইনের section 23 ধারা অনুযায়ী জেনারেল মেয়েকে নিয়ম মেনে ২ জনকে সাক্ষী রেখে থানায় Duty অফিসারের এই বার আবার সব ঘটনা জেনারেল ডাইরিতে লিখে ejmকে adress একটি Forwarding report লিখে সেই পাগল ব্যক্তিকে Police চিকিৎসা করাতে হবে u/s 53 crpc এবং সেখানে অবশ্যই 'পাগল' অনুযায়ী cfm of court সেই ব্যক্তিকে Govt mental hospitalএ Act u/s 23/24/25 পড়লে সব জানা যাবে।

আমি শুধু পলাশকে নয় এই রকম 4/5 জন পাগলকে এই ভাবে চাকরি করে এবং মা বাবাকে প্রভূত সাহায্য করে।

বাঁচাতে পুলিশ সাধারণ লোকের অনিষ্টজনক কাজের কেসটি অধতব্য এবং জামিনযোগ্য অপরাধ তাই সাথে

সুন্দর নির্দেশ আছে।

ডাইরিতে ঘটনা লিপিবদ্ধ করে সেই পাগল ছেলে বা ঘরে বসিয়ে রাখার (কখনও গ্রেফতার করা যাবে না) করে (??) ২টি করে G.D. extract copy করে guard দিয়ে প্রথমে Govt Hosp নিয়ে বিনা পয়সায় লেখাতে হবে। তারপর u/s24 men tal health বিনাপয়সায় চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এই

মেনটাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। পলাশ এখন

মাঙ্গলিকী

‘শব্দের ঝংকার’ পত্রিকার কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘শব্দের ঝংকার’ পত্রিকার কবি প্রণাম অনুষ্ঠান ও পত্রিকা প্রকাশ হলো সালকিয়ায় তারাপদ স্মৃতি ভবনে ২০ মে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন ও কবিপ্রণাম সংখ্যা (৩৮ বর্ষ) প্রকাশ করেন ঋষিণ মিত্র। প্রথম পর্বে ছিল শিলচরের ১৯ শে মে ১৯৬১ ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনা। বক্তব্য রাখেন ঋষিণ মিত্র, নিত্যানন্দ দাস, শুভ কর রায়। দ্বিতীয় পর্বে কবিগুরুর সাহিত্য কর্মকান্ডের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন সঞ্জীব চৌধুরী, সনৎ ঘোষ, দুর্জয় বিশ্বাস, অভিজিৎ আচার্য, সুজিত নস্কর, চিরন্তন মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রতীক চক্রবর্তী, কাকলি চট্টোপাধ্যায়। কবিতা আবৃত্তি করেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ঝুনু ভৌমিক, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন চৌধুরী, বিকাশ সরকার, সৌম্য পাল, সুমন ত্যালাই, আরতি দে, শান্তা কর রায়, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, সুদীপা সাহা প্রমুখ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালক ছিলেন স্বপন পাল।

সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে হাওড়া কদমতলা থিয়েটার ওয়ার্কার্স–এর নাটক ‘নিষিদ্ধ সময়ের বর্ণমালা’ মঞ্চস্থ হল। নাটক লিখেছেন পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদনায় ও নির্দেশনায় রয়েছেন অশোক ঘোষ। সকলের অভিনয় স্তম্ভিত করেছে দর্শকদের। ছবি: উৎপল কুমার রায়

রিদিমস্কেপের নিরভানা ২০১৭ শীর্ষক এক নাচের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র সদনে ৮ জুলাই। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে রিদিমস্কেপের ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও আশিয়ানা নামে এক অনাথ শিশু সংগঠনের শিশুরা। রিদিমস্কেপের প্রতিষ্ঠাতা অনুশ্রী ব্যানার্জী বিগত কয়েক বছর ধরেই আড়াই থেকে ২৫ বছর অবধি বাচ্চা থেকে বড় সকলকেই বিভিন্ন নাচের তালিম দিয়ে আসছেন এই সংগঠনের মাধ্যমে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যাকটাসের সিধু, সারেগামা পার বিজেতা শোভন গাঙ্গুলি, তন্তুজর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথ রায় সহ আরও অনেকে। শিশুদের নাচে এদিনের সন্ধ্যা সকলের মন জয় করেছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুরা বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে বললেন অনুশ্রী ব্যানার্জী।

রাজেন তরফদারের জন্মের শতবর্ষ

শ্রেয়সী ঘোষ : বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে বাংলা সিনেমায় পরিচালক হিসাবে যাঁরা খ্যাতি রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাজেন তরফদার। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৭ সালের ৭ জুলাই অবিভক্ত বাংলার রাজশাহীর বাগুটিপাড়া গ্রামে। চলতি বছর তাঁর জন্মের শতবর্ষ। সেই উপলক্ষে নন্দন কর্তৃপক্ষ এবং তরফদারের পরিবার যৌথভাবে আয়োজন করেছিলেন দু’দিন ব্যাপী আলোচনা চক্র এবং পরিচালকের কয়েকটি ছবির প্রদর্শন। উদ্বোধন হল গত ৭ জুলাই নন্দন (৩)–এ। উদ্বোধনী ভাষণে অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায় তাঁর স্মৃতির ঝুলি থেকে বহু তথ্য উপস্থাপন করলেন। পরিচালকের পুত্র

গোরা তরফদার, সাংবাদিক সৌমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বক্তব্য রাখলেন। দ্বিতীয় দিনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গৌতম ঘোষ, রাজা মিত্র প্রমুখ। দু’দিনে যে ছবিগুলি প্রদর্শিত হল, তার মধ্যে ছিল অন্তরীক্ষ, গঙ্গা, পালঙ্ক, নাগপাশ। তিনি আরও যে ছবিগুলি পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে আছে আকাশছোঁয়া, জীবনকাহিনী, অগ্নিশিখা। তিনি অভিনয় করেছেন আকালের সন্ধানে, খন্ডহর, আরোহন, বসুন্ধরা ছবিগুলিতে। তরুণ মজুমদারের ‘সংসার সীমান্তে’ ছবির চিত্রনাট্য তিনিই লিখেছেন। বিভিন্ন বক্তার কথায় এই সব তথ্য উঠে এসেছে। পাশাপাশি লবিতে প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন ছবির স্থিরচিত্র, ওঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদি। তিনি প্রয়াত হন ১৯৮৭ সালের ২২ নভেম্বর। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক। শতবর্ষে তাঁকে আমরাও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

চন্দননগর প্রগতিসংঘে বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল চন্দননগর বোড়াইচন্ডীতলা প্রগতি সংঘের ৭১ তম বার্ষিকী। ওই দিন মঞ্চে তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নাটক ‘গোধূলির মন জাগো’ পরিবেশিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে শোনান শ্যামল পাল। চন্দননগর বোড়াইচন্ডীতলা ও শ্মশান সংলগ্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে নেতাজি সংঘ ও জাতীয় সমিতি নামে দুটি ক্লাব। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪৬ সালের (বঙ্গাব্দ ১৩৫৯) বিজয়া দশমীর দিন প্রগতি সংঘ স্থাপিত হয়। এক সময় এই ক্লাবে পা রাখেন বিপ্লবী মতিলাল রায়, হরিহর শেঠ, মহালয়া পাঠে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, ফুটবলার এস মেওয়ালাল, পরিতোষ চক্রবর্তী, কেষ্ঠ পাল, সাঁতারু আরতি গুপ্ত (সাহা), সাহিত্যিক চিরঞ্জীব, সাংবাদিক মতি নন্দী, সাহিত্যিক সম্রাট সেন, মণি সান্যাল, আন্তর্জাতিক সাতারু বুলা চৌধুরী, রামানুজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। এদিন সংগঠনের তরফে হাজির ছিলেন নিমাইচন্দ্র মল্লিক। সাংস্কৃতিক সম্পাদক তরুণ ভট্টাচার্য, সভাপতি শশাঙ্ক শেখর রায়, সম্পাদক অমর কুমার নিয়োগী। আজ বহু মানুষের ধারাবাহিক পরিশ্রমের ফলে আজ এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ অতিক্রম করতে চলেছে। বেশ কয়েকজন সভ্য প্রায় তিন পুরুষ ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছেন।

সম্প্রীতির মেলবন্ধন ‘লাভপুর সংস্কৃতি ভবন’

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাভপুর বললে মনে পড়ে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। লাভপুর গ্রামের ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’র দৌলতে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে লাভপুর গ্রাম। সবাইকে আপন করে নিয়ে লাভপুর গ্রামে ‘লাভপুর সংস্কৃতি ভবন’ গড়ে তুলেছেন গ্রামের সমাজসেবী তথা শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। তার হাতে গড়া ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’র নাটক এবং মানব পুতুল নাটক বীরভূম জেলা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের গন্ডি পেরিয়ে অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশা সহ দেশের বিভিন্নপ্রান্তের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। কুড়িয়েছে সুনাম। উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় প্রথমে ১৯৯৬ সালে লাভপুর গ্রামে কয়েকজন যুবককে নিয়ে শুরু করেন সাহিত্যসভা। ১৯৯৯ সালে লাভপুর স্টেশনের পাশে একতলা ‘লাভপুর সংস্কৃতি ভবন’ গড়ে উঠে। তৎকালীন সিপিএম বিধায়িকা শিক্ষিকা নবনীতা মুখোপাধ্যায়ের বিধায়ক তহবিলের টাকা থেকে ভবনের দোতলা নির্মাণ হয়। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের প্রয়ান দিবস ১৪ই সেপ্টেম্বর। ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে তিনদিন প্রতিবছর ‘লাভপুর সংস্কৃতি ভবন’ –র সামনে মঞ্চ বেধে ‘লোক সংস্কৃতি উৎসব’–র অনুষ্ঠান করে ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’। ‘

কলকাতা প্রেস ক্লাবে ৮ জুলাই–এ ১৫তম শিশু দর্পণ শারদ সম্মান ২০১৭–র পোস্টার উদ্বোধনের মাধ্যমে সূচনা হল এবং এই দিনেই সুবিমল মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই আমি হাজার বছর বাঁচতে চাই–এর শুভ উন্মোচন হল।

মুখছবি
ভীম ঘোষ

দেখিনি তাকে কখনো, শব্দ শুনি,
অক্ষর বর্ণমালায়,নির্দিষ্ট সীমানায়।
কিছু কথা মুঠোফোনে, মিস্ কলে।
স্রোত টানছে ছায়া হয়ে, টানছে ছবিতে,
আকৃষ্ট এক তৃষ্ণায়
কিন্তু যেতে পারি না।
গোপন রক্তের স্রোতে, বিপরীতে দাঁড়িয়ে।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগনা)

গান
নীপা চক্রবর্তী

ঘুম ভাঙে পাখির গানে
জেগে উঠি সূর্যের আলোয়
এক সময় গীতবিতান হয়ে ওঠে গীতা।

সঙ্গীতের মাধুর্যে তৃপ্তি পায় মন
জেগে ওঠে প্রাণ আশার নেশায়
সাগরের তৃষ্ণা প্রেম মাধুর্য
কাব্য সাধনা প্রসারিত আজ
অনন্ত সাগর মাঝে জাগে গভীরতা
অন্তরে অন্তরে জীবন দেবতাকে করি আহ্বান

সংসার করি গীতবিতান হাতে
অসংখ্য কোলাহল মাঝে –
চারিদিকে শুধু সুধা রসের স্পর্শ মধুর
মহাজাগতিক আলোড়ন
সৃষ্টি করে চলেছে জগত রহস্য –
(নিউ পর্ণশ্রী, কলকাতা–৬০)

কাকবৃষ্টি
সুচিত চক্রবর্তী

হঠাৎ কাকবৃষ্টিতে চারদিক ভিজিয়ে দিল।
অনামিকা তার দু বাহু বাড়িয়ে
মেঘকে স্বাগত জানাল।
একটা গানের কলি গাইতে গাইতে
ম্লানভাবে মেঘ উড়ে যায়।
রাস্তার দুপাশে আসা যাওয়া কত গাড়ি।
গাড়ির কাচ তুলে কেউ কেউ
অনামিকার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে।
দক্ষিণ হাওয়ায় অনামিকার কেশ
উত্তর অভিমুখী।
(গড়ফা, কলকাতা–৭৫)

দিনলিপি
উদয় চক্রবর্তী

ওরা এখনো বেঁচে আছে
একুশ শতক খবর দিয়ে গেল।
দিনলিপির ইতিহাস রচনা করে যে
তার দেখা পাই।
মাইকে অনবরত বেজে চলেছে নির্ভীক অথচ
কল্পনার চাক বাঁধা বিষাক্ত ভ্রমরের গুঞ্জন।
রোজ বলে এক কথা
এক কথা রোজ বলে।
হয়তো শোনে কেউ।
আবার যারা জেনে গেছে এই মিথ্যের পাঁচালী
যাদের ঘর বলতে গাছের পায়ে আশ্রয়।
বৃক্ষকে দেবতা বলে লাল সুতো বাঁধে শাখায় ঝিনুকের ফসিল দিয়ে
মাটি ভেদ করে তুলে আনে আলো।
শরীর থেকে মুছে দেয় যত মিথ্যের আবর্জনা,
দিনের আলোয় আর রাতের অন্ধকারে।
এ ভাবেই বেঁচে আছে ওরা।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১)

নদী
আব্দুল হান্নান

নীরব দর্শনে ঢেউ তুলে তুমি
বয়ে যাও দূর থেকে দূরে
দু–ধার ভরা বনলতার সমাগম
তোমায় কি দেয় নি বিঁড়ে ?
কি ব্যাথায় বইতেছ যুগ থেকে যুগে
কত যে ক্ষতির খাতা রয়েছে তোমার বুকে
তুমি কি তাদের ব্যাথা দিয়েছ চাপা
আনন্দে–আহ্লাদের সুখে !
হিসাব চাইলে পারবে কি দিতে
অসহায় মানুষের কাছে
তবু তুমি ছিলে, আছো, থাকবে
তোমায় ঘিরে পৃথিবী বাঁচে।
কুল ভেঙে তুমি কুল গড়ো
সেটাই তোমার কুল
অভিমানটুকু জানা গেল না আজো
ভাবনায় ভাসে তোমার অনুকূল
(কুলপী, দঃ২৪ পরগণা)

দেখা হওয়া
বিক্রমজিত ঘোষ

তোমার সাথে অনেকদিন পরে দেখা
তুমিও এসেছ আমার খোঁজে।
আমারও মনে হয়েছিল
যদি তুমি আসো !
যদি তোমার দেখা পাই
তাই তোমার খোঁজে সেদিন
কার্জন পার্কে হাজির হয়েছিলাম,
তুমি এসেছিলে।
তোমাকে দেখলাম দু–চোখ ভরে,
আনন্দ পেলাম, মনে মনে বললাম
আবারও এভাবে দেখা হবে হয়তো
কোথাও, নির্জনে কোথাও কোন একদিন।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–১)

পুনর্জন্মে
বিশ্বেশ্বর রায়

আমি ফিরে যেতে চাই মাতৃগর্ভে,
ছায়াপথ ধরে নীহারিকার পাশে,
সমুদ্রের অতল গভীরে অ্যামিবা হয়ে
সূর্যরশ্মিকণার মত অন্তরীক্ষে ভেসে ভেসে
মহাজাগতিক ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রূণ বয়ে
অকস্মাত ফেটে পড়তে।
আমার ক্রন্দন আমার উল্লাস
সহস্রকোটি আলোকবর্ষ পরে
সৃষ্টি করবে আরেক পৃথিবী
যা প্রাণের বাসযোগ্য হবে।

আমি ফিরে যেতে চাই গাছের শিকড়ের
অন্তিম ডগায় – যেখানে
প্রাণ–রসকণা মাতৃদুগ্ধের মত
চুঁইয়ে নামে প্রাণের আস্যে,
তারপর কোনো এক অন্য সৌরলোকে
অন্য কোনো আলোক–প্রভাতে
চোখ মেলবে অন্য এক আমি –
হয়তো নিছক প্রাণ–কণা হয়ে
অবয়বহীন, দৃষ্টিগ্রাহ্যহীন বিশ্বাসের মত।
(রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা–১০৭)

ভবঘুরে
মানস চক্রবর্তী

কেঁপে ওঠে অন্তর
পুড়ে যায় বুক
জানালায় উঁকি দেয়
আজো তোর মুখ
কাছে ছিলি একদিন
আজ কত দূরে
তুই আজ সংসারী
আমি ভবঘুরে।
(বাওয়ালী, বজবজ–২)

আকুলতা
পাপিয়া দে (দাস)

ভরা ফাল্গুনে আষাঢ়ের মেঘ
থমথম করছে তোমার চারপাশ
বাতাসে হাওয়ার কথা কাটাকাটি নেই
মুহূর্তটা নিবিড় মমত্বে উপভোগ
আস্থাশীল মর্জি–রা ধেয়ে আসে জীবনে
নারীকে উলঙ্গ করার উদ্দাম দৃশ্য
দ্রৌপদী কৌরব সভা মাঝে
বন্ধু তুমি এস শান্তি ফেরাতে
কুরুক্ষেত্রের মত দৃশ্য চাই না
এমনি করে কাঁদিয়ে আমাকে চাও
তীব্র দহন সহ্য করার ক্ষমতা দাও
বাঁচতে চাই নিজস্ব পরিচয় নিয়ে
এ আকুলতা সমর্পন সমাজের কাছে।
(বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা–৩৭)

সবুজ বিপ্লবের ডাকে
পার্থ সারথি সরকার

এনেছ গাছের অকাল মৃত্যু
ফ্ল্যাটের দর্প জ্বেলে
বন কে করেছ লাশ–কাটা ঘর
দূষণ চুল্লী খুলে

ইটের আগুন নিচ্ছে গিলে
পোড়া যন্ত্রণা হতাশা
হাত পেতে আকুলতা চায়
মুক্তির বরষা
ছাদের বুকে গাছ বুনে যাও
ছোট্ট বাগান তোল
বাড়িটা তোমার গাছ–বাড়ী করো
সবুজের আলো জ্বালো
সবুজ বিপ্লব দিয়েছে ডাক
মনে তুমি গাছ মেলো
চারা গাছ সাথে নিয়ে
আজ গাছ–মিছিলে চলো।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

চাঁদ ও মানুষ
দেবকুমার মুখার্জী

একটা আধ–খাওয়া দেহ –
দেখছে আধ–খাওয়া চাঁদ
ক্ষইতে ক্ষইতে মিলিয়ে গেল আকাশে
আবার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়।
আধ–খাওয়া দেহ–টা পড়ে রইলো।
শেষ হয়ে যাবে একদিন !
(নিশানতলা, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান)

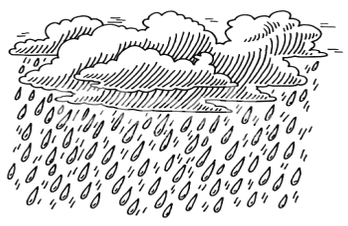

বৃষ্টি
সুকুমার মণ্ডল

পথ জুড়ে জলাশয় কত খানা খন্দ
বাস চলে হেলে দুলে নৃত্যের ছন্দ
ছাতা বেয়ে টপ টপ্
জুতো ভিজে সপসপ্
অবশেষে পেয়েছি যে বর্ষার গন্ধ।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

ডাকে পরিচয়
পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

অফিসের কাজে গিয়েছিলাম মুম্বাই। যে কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগেই শেষ হয়ে গেল। তাই যেদিন ফেরার কথা, তার একদিন আগেই ফিরলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল। দমদমে প্লেন থেকে নেমে যখন ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বাজে রাত একটা।

ধাক্কাটা খেলাম ফ্ল্যাটের বেল বাজানোর পরে . আমার সংসারে আমি একা আর আমার একমাত্র গৃহিণী–সচিব–সখা – বলতে যা বোঝায়, সে হল ওই রতন। খাস বঙ্গজ তো বটেই, তার বঙ্গজ ভাষাটা আজও ছাড়তে পারেনি। আমার বেল শুনে ভিতর থেকে ঘুম–জড়ানো গলায় রতন বলল, কে ?

আমি বললাম, আমি তোমার দাদাবাবু, দরজা খোলো।

রতনের জবাব – আপনের তো কাইল আওনের কথা, আজ আইল্যা ক্যমনে? আপনে কি সত্যিই আপনে? আইজকাল চোর–ডাকাতের বড় উপদ্রব হইছে। আপনি সাইজ্যা আইয়া ঢুইক্যা পড়তে পারে। আপনে যে আপনে সেটা সিয়োর না হইয়া আমি দরজা খুলুম ক্যামনে।

আমার তখন কঠিন অবস্থা। একে তো যাত্রার ক্লান্তি তার উপর টয়লেটের চাপ। রতনের কথায় মেজাজ চড়ে গেল। বললাম, খোল্ হারামজাদা !

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে রতন বেরিয়ে এল। এক গাল হাসিতে বদন ভাসিয়ে দিয়ে বলল, অ, তাই কন। আপনে আসলে আপনেই।

–কি করে বুঝলি যে আমি আমিই ?

–ওই যে কইলেন হারামজাদা, ওটা আপনে না কইলে আর কেডা কইব !

(শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ফের বিরাট সাফল্য টিম ইন্ডিয়ার

অরিঞ্জয় মিত্র

গতবছর ঠিক এইসময় ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সফর করছিল

টিম ইন্ডিয়া। এবারেও ঠিক তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। শুধু সফরের পুনরাবৃত্তি নয়, সাফল্যেরও অ্যাকশন রিপ্লে দেখাচ্ছে কোহলির ভারত। বিশেষ করে শেষ একদিনের ম্যাচ সহজে জিতে বিরাট বাহিনী প্রমাণ করল তাঁরা এখনও জয়ের ট্র্যাকেই রয়েছেন। মাঝে খালি একটিবারের জন্য বিচ্যুতি ঘটেছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে হার। বিশেষ করে গ্রুপ লিগে পাকিস্তানকে অতটা কর্তৃত্ব নিয়ে হারাবার পর যেভাবে ফাইনালে মুখ থুবড়ে পড়ে টিম ভারত তা যথেষ্ট লজ্জাজনক। তাও আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান বলে কথা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের পারফরম্যান্স ছিল কেমন যেন খাপছাড়া। শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানকে হারানো সত্ত্বেও ভারতকে হার মানতে হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রীলঙ্কার কাছে। আবার বাংলাদেশের সঙ্গেও একসময় চাপে পড়েছিল কোহলি বাহিনী।

তবে অতীত হল অতীত। এই আপ্তবাক্য মেনে ভারত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ফের নিজেদের মেলে ধরেছে। একটা ম্যাচ ব্যর্থতার জন্য যাঁরা প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির রীতিমতো কাঁটাছেড়া করছিলেন সেই সমালোচকদের সুরও পালটেছে। সবচেয়ে বড় কথা অধিনায়ক বিরাট স্বয়ং ধোনির পাশে দাঁড়িয়েছেন। এটা খুব ভালো নজির সৃষ্টি করেছে। কোহলি নিজেও ফের তাঁর দুরন্ত ফর্ম মেলে ধরেছেন ক্যারিবিয়ান মাটিতে। শিখর ধাওয়ান সহ টিমের বাকিরাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের এখন পোয়াবারো এটা বলা যেতেই পারে। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স ফাইনালের সেট ব্যাকের পর ফের ছন্দে ফিরল টিম ইন্ডিয়া। জামাইকার ম্যাচে ভারত যে রান তাড়া করে জিতল তাতে কোহলির অসাধারণ শতরানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। রান তাড়া করার ক্ষেত্রে তিনি একটা রেকর্ডও গড়লেন। পরে ব্যাট করতে নেমে রান চেজ করতে গিয়ে শচীনের সেঞ্চুরি ছিল ১৭টি । কোহলির হল ১৮। এখন ২৮টি একদিবসীয় শতরানের মালিক কোহলির সামনে শুধু রিকি পন্টিং ৩০ ও শচীনের ৪৯ টা সেঞ্চুরি। এত কম ম্যাচে কোহলি এই সুপার তারাদের ধাওয়া করছেন যে আগামী দিনে যাবতীয় রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এই নিয়ে তৃতীয়বার ৩৫০-র ওপর রান তাড়া করতে নেমে ভারত জিতল, তাও আবার ভরপুর কোহলি সাম্রাজ্যে। আরও আশ্চর্যের। তিন-তিনবারই বিরাটের শতরানে ভর করে ভারত জিতেছে। রান তাড়া করায় কোহলির এই অসামান্য দক্ষতা তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে একটা আলাদা জায়গা দিচ্ছে। একটা সময় এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ছিল ব্যাটসম্যানদের বধ্যভূমি। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসারদের গতির কাছে হার মানতেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটসম্যানরা। ভারতীয়রা যথারীতি তার ব্যতিক্রম নয়। সেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে কার্যত এখন খরা চলছে। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এভাবে সিরিজ হারানোর পূর্ণ কৃতিত্বের ভাগিদার কোহলি ব্রিগেড। এইরকম কর্তৃত্ব নিয়ে ভারত যেদিন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারবে সেদিন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব টপ গিয়ারে চড়বে।

বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। সেই কোহলি যখন সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে চূড়ান্ত অফফর্মে চলে গিয়েছিলেন তখন পুরো দেশবাসী হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বিরাটের রাজকীয় মেজাজের প্রত্যাবর্তন ঘটল কার্যত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৫০ রানের বেশি টার্গেট তাড়া করে শতরান করায়। অধিনায়ক বিরাটের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

অক্টোবর থেকে অনুর্দ্ধ ১৭ বিশ্বকাপ

পাঁচুগোপাল দত্ত

বড়দের ফুটবল র‍্যাঙ্কিং কিছুদিন আগেই ৯৬ তে পৌঁছেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ১৭১ থেকে ৯৬ স্থানে চলে এসেছে ভারতীয় ফুটবল টিম। এই গর্বের আবহের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে অনুর্দ্ধ ১৭ বিশ্বকাপ। যার আয়োজক দেশ এবার ভারত।

সম্প্রতি প্রাক্তন বিশ্ব তারকা ফুটবলার, ভারতীয় ফুটবলের দুই আইকন বাইচুং ভুটিয়া ও সুনীল ছেত্রী ও ব্যাডমিন্টনে দেশের আশা ভরসা পিভি সিন্ধুর উপস্থিতিতে ড্র সম্পন্ন হল এই যুব বিশ্বকাপের। বড়দের বিশ্বকাপ না হলেও বিশ্বকাপ বলে কথা। তাও এদেশের মাটিতে। ভাবা যায়। সেই অসম্ভবটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। এবার মাঠে নেমে পড়ার পালা। যদিও তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও ৩-৩টি মাস। লটারি অনুযায়ী ভারত আছে বেশ শক্তপোক্ত গ্রুপে। প্রথম ম্যাচে আগামী ৬ অক্টোবর ভারত মুখোমুখি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মার্কিন দলটি এমন একটি দল যারা এখনও পর্যন্ত কোয়ালিফাই করতে পারেনি এমন ঘটনা বোধহয় একবার মাত্র ঘটেছে। এরপর ৯ অক্টোবর ভারত মুখোমুখি হবে লাতিন আমেরিকান ফুটবলের অন্যতম বড় শক্তি কলম্বিয়ার। তারপর ১২ অক্টোবর এই যুব বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার ঘানার মোকাবিলায় নামতে হবে ভারতীয় ফুটবল দলকে। ভারতের টাই অনুযায়ী যে গ্রুপ পড়েছে তাতে সব ম্যাচ খেলতে হবে দিল্লিতে।

কোচিতে যে গ্রুপের খেলা হবে তাতে রয়েছে প্রবল শক্তিধর ব্রাজিল, স্পেন, উত্তর কোরিয়া ও নিগের। কলকাতায় ভারত খেলছে না এটা প্রাথমিকভাবে এখনাকার তামাম সমর্থকদের জন্য দুঃসংবাদ। নতুন করে সেজে ওঠা যুবভারতীতে যে গ্রুপ খেলবে তার ৪টি টিম হল মেক্সিকো, চিলি, ইরাক ও ইংল্যান্ড। অনুর্দ্ধ ১৭ যুব বিশ্বকাপের ফাইনাল আগামী ২৮ অক্টোবর। কলকাতার সমর্থকদের জন্য এটাই সুখবর ব্রাজিল তাদের গ্রুপের সব ম্যাচ জিতে যদি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছায় তবে সেই সাম্বা ফুটবলের ঝলক দেখতে পারবে তিলোত্তমা। ভারতের খেলা দেখতে না পারার আপশোস তখন ষোলোআনা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

ফের দায়িত্বে রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেডমাস্টার নির্বাচিত হলেন রবি শাস্ত্রী। বুধবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণ ও শচীন তেন্ডুলকরের (কনফারেন্সের মাধ্যমে লিটল মাস্টার যোগ দিয়েছিলেন এই রুদ্ধদ্বার সভায়) উপদেষ্টা কমিটি রবিশঙ্কর শাস্ত্রীর হাতেই ভারতীয় দলের দায়িত্ব তুলে দিলেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় কোচ হিসেবে শাস্ত্রীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রাক্তন তারকা বীরেন্দ্র সেহেবাগ, অস্ট্রেলিয়ান প্রাক্তনী টম মুডি ও রিচার্ড পাইবাস। এছাড়াও লালচাঁদ রাজপুতও ছিলেন এই দৌড়ে। সেহেবাগ ও টম মুডি একরকম ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছিলেন শাস্ত্রীর। যদিও শেষ হাসি হাসলেন রবিই।

উল্লেখ্য, অনিল কুম্বলের কোচ নির্বাচনে শচীন-লক্ষ্মণ-দ্রাবিড় ত্রয়ীর অবদান ছিল সর্বাধিক। কিন্তু অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে মতানৈক্য সরিয়ে দেয় কুম্বলেকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর পর্যন্ত অনিলকে বোর্ড রাখতে চাইলেও সম্মান নিয়ে সরে যান রবি। প্রথম থেকেই কোহলি জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পছন্দের নাম রবি শাস্ত্রী। প্রথম দিকে বোর্ড তথা উপদেষ্টামন্ডলীর প্রাক্তন তারকারা গাঁইগুঁই করলেও শেষ পর্যন্ত রবিকে মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্য হলেন। এমনিতে ক্রিকেটার জীবনে অত্যন্ত ক্ষুরধার মস্তিষ্ক বলে পরিচিত ছিলেন শাস্ত্রী। কিন্তু তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনে অনেক কম দক্ষতা সম্পন্ন দিলীপ ভেঙসারকার বা কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেনশিপ পেলেও রবি কখনই সে জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। অথচ এদের থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন

না রবি। যা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। কোচ হিসেবে প্রথম দফায় তাঁর কোচিংয়েই অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে ও টি-২০ ওয়ার্ল্ড কাপে ভারত যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স করে সেমিফাইনালে পৌঁছায়। যদিও শেষ পর্যন্ত ট্রফি অধরা থেকে যায় টিম ইন্ডিয়ার কাছে। সেই অপূর্ণতাই পূর্ণ করতেই ভারতীয় কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর সেকেন্ড ইনিংস চালু হল বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া অধিনায়ক কোহলি সহ পুরোদলের আস্থা যার ওপর এতটাই তিনি নিজের প্রত্যাশা পূরণ করতে ষোলো আনা সফল হবেন এমন আশা করাই যায়। প্রসঙ্গত, কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে বহু তারকা।

প্রস্তুতিতে রিয়াল মাদ্রিদ

রবীন বিশ্বাস: প্রাক মরসুম প্রস্তুতির জন্য দুনিয়াখ্যাত রিয়াল মাদ্রিদ বেছে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া। এখানেই ক্যাম্প করে নিজেদের সতেজ ও ফুটবল উত্তেজনায় ভরপুর করে তুলবেন রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা। অবশ্য এর আগেই জিনেদিন জিদানের সঙ্গে আবারও কোচের চুক্তি পাকা করবে রিয়াল কর্তৃপক্ষ। অন্তত এমনটাই এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ থেকে দলের আম সমর্থকরা মুখিয়ে আছেন নতুন মরসুমে ছয়ের মধ্যে ৬টা খেতাবই জিতে নিতে।

প্রসঙ্গত। ২০১১-১২-র গতবার লিগ খেতাব ফের ঘরে তুলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এর চেয়ে বড় কৃতিত্ব কোচ জিদানের অধীনে রিয়াল টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নাম হওয়ার পর টানা ২ বার কোনও দল এই ট্রফি জিততে পারেনি। গত ৫৮ বছরের মধ্যেও টানা দু মরসুমে চ্যাম্পিন্স লিগ জয়ী দলের নামও রিয়াল মাদ্রিদ। এত সাফল্যের পরেও রিয়ালের ভাণ্ডারে যে শূন্যতা এখনও বিরাজ করছে তা হল ৬টি ট্রফি এক মরসুমে জেতা। এবার সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে রিয়াল। যেটা করার কৃতিত্ব আছে স্প্যানিশ লিগে রিয়ালের সবথেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার। ২০০৯ সালে পেপ গুয়ার্দিয়ালার কোচিংয়ে বার্সেলোনা জিতে নেয় স্প্যানিশ সুপার কাপ, উয়েফা সুপার কাপ, কোপা ডেল রে, লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। এই অভূতপূর্ব সাফল্য এবার ঝুলিতে ভরতে চায় রিয়াল।

এভারেস্ট জয়ী কুন্তলের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাউন্ট এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ জয় করলেন কুন্তল কাঁড়ার। এর আগে ভারতবর্ষের বেশ কিছু শৃঙ্গে তিনি পা রেখেছেন। কিন্তু মাউন্ট এভারেস্টের মতো

শৃঙ্গ জয় নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনে মাইলস্টোন। বাংলার এই পর্বতারোহী গত ১০ এপ্রিল কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেন। মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে হাওড়ার বাড়িতে ফেরেন ২৬ মে। গত ৮ জুলাই শনিবার বিকালে হুগলি স্টেশনের কাছে মা অন্নদা আশ্রমের উদ্যোগে এভারেস্ট জয়ী কুন্তলকে উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাধিপতি নির্মলেন্দু অধিকারী, প্রধান শিক্ষক হাসমত আলি, কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা দাস, দিলীপ দাস, হিন্দি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ প্রজ্বল দত্ত প্রমুখ গুণীজনরা। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু (১০৪ বছর) ও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (৪৫ বছর) জন্মদিনও পালিত হয়। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কার্তিক দত্ত বণিক বলেন হাওড়া কদমতলার বাসিন্দা বাঙালি তরুণী কুন্তল মনের জেদ ও অসীম সাহসের জন্য এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছেন। কুন্তলের কথায়, অসম্ভব ঝুঁকিপূর্ণ জীবন। একটা ভুল স্টেপিং, একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারে। অনেক সাধ্য সাধনা করে এভারেস্টের শীর্ষে উঠতে হয়।

প্রতিভার অন্বেষণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়া স্পোর্টস অ্যারেনা নামে এক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের সূচনা হল ১২ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে। তাদের মূল কাজ হল যারা ভালো খেলে কিন্তু পয়সার অভাবে এগিয়ে যেতে পারছে না সেই স্বপ্নকে স্বার্থক করে তোলা বলে জানালেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সুললিত বিশ্বাস। উপদেষ্টা মন্ডলীর মধ্যে সম্বরন ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী এবং দিব্যেন্দু বড়ুয়ার মতো তাবড় খেলোয়াড়রা। এদিনের অনুষ্ঠানে ৫ জন বাংলার প্রাক্তন আম্পায়ারকে কিছু সাম্মানিক অর্থ সাহায্য করেন তারা। ওয়েব সাইটেরও উদ্বোধন হয় এই অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গিয়ে খেলা অনুষ্ঠিত করে সেখান থেকে নতুন প্রতিভাদের খুঁজে বের করার দায়িত্বও নিয়েছেন এই সংস্থার কর্তারা। ওয়েব সাইটের মাধ্যমে যে কেউ তাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন। এখন দেখা যাক বাংলার প্রতিভাদের সঠিক মূল্যায়ণ হয় কি না।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

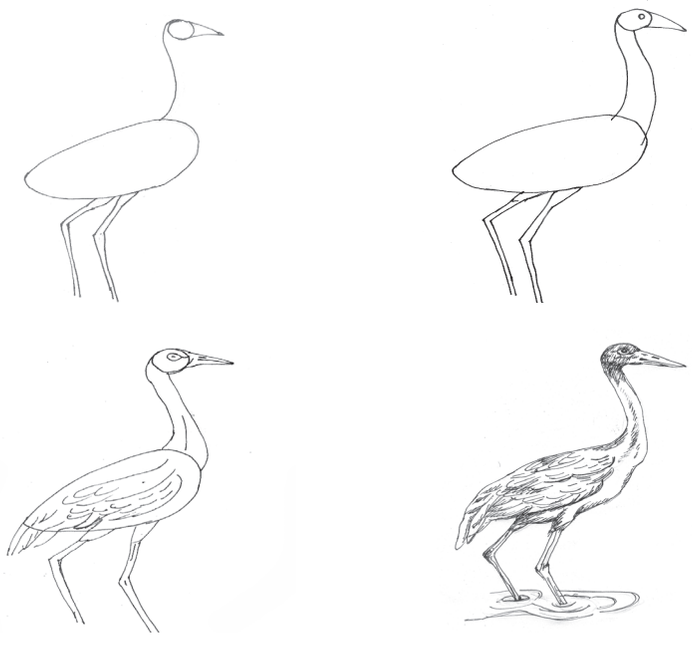

নিজে কর

বাড়িতে মিষ্টির হাঁড়িতে মিষ্টি এলো। মিষ্টি খাওয়া শেষ বা রঙ হয়েছে রঙের টিন অথবা খালি বালতি পড়ে আছে এখন বৃষ্টির সময় বৃষ্টির জল ভর্তি হয়ে তোমাদের অজান্তেই জন্মাচ্ছে মশা। কিন্তু এর থেকে বাঁচার একটা খুব সুন্দর উপায় আছে। খালি জিনিসের মধ্যে মাটি জোগাড় করে তাতে ভর্তি করো তারপর নিজের খুশি মতোন সেই পাত্রটিতে রঙ দিয়ে রঙীন করে তোল তবে হ্যাঁ নিজে একটা ছোট্ট ছিদ্র করতে ভুলো না। সেই রঙীন হাঁড়ি বা বালতিতে বিভিন্ন রকমের কারুকার্যও করতে পার যাতে দেখতে সুন্দর লাগে তারপর সেই মাটিতে পছন্দ মতো ফুলের গাছ বা বাহারি পাতার গাছ অথবা টাটকা সবজি খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে টমেটো গাছ বা ঢ্যাঁড়শ গাছও পুঁততে পার। কিন্তু হ্যাঁ তাতে জল দিতে ভুলো না কিন্তু। দেখবে নিজের হাতের তৈরি গাছ যখন ফল বা ফুল দেবে তখন তুমিই হবে তার জন্মদাতা। দেখবে তার মতো আনন্দ আর হয় না। সবুজ হবে তোমার বাড়ি আর মশাও জন্মাবে না। ভেবো না কাল থেকে লেগে পড়ো।

প্রিয়াঙ্কা রাউত, ষষ্ঠ শ্রেণি, নবচেতনা, চেতলা

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com